NEHRU
BAL PUSTAKALAYA

এস, আমরা নাটক করি

উমা আনন্দ

SKM-1201

নেহরু বাল পুস্তকালয়

এস, আমরা নাটক করি

রচনা : উমা আনন্দ

অনুবাদ : বিজয়া মুখোপাধ্যায়

ছবি : মিকি প্যাটেল

1300

SHIKSHA MITRA
EDUCATIONAL RESOURCE CENTRE
Supported by : EW NIRVAR
62B, ALIPORE ROAD.
KOLKATA-700 027.
PH : 2479
E-MAIL:shikshamit @yahoo.co.in

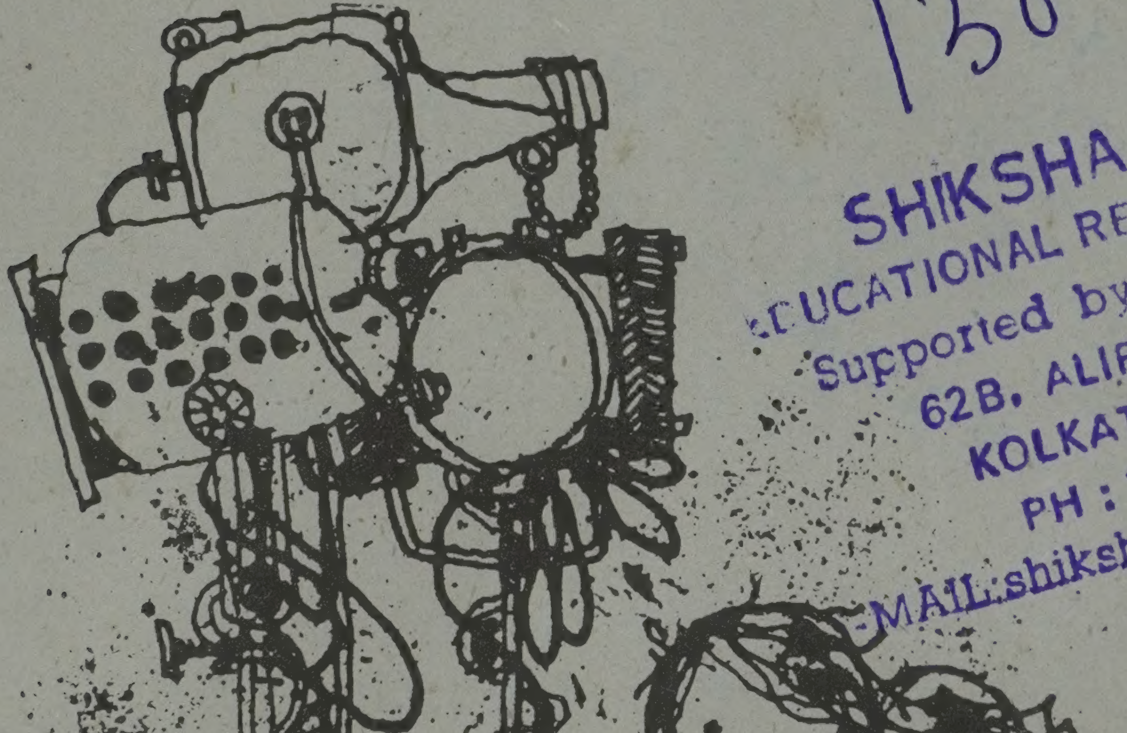

एकः सूते सकलम्

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

13 02
SHIKSHA MITRA
EDUCATIONAL RESOURCE CENTRE
Supported by : SWANIRVAR
62B, ALIPORE ROAD.
KOLKATA-700 027.
PH : 2479
e-MAIL:shikshami

ISBN 81-237-1940-X

প্রথম প্রকাশ : 1971 (শক 1893)
তৃতীয় মুদ্রণ : 1996 (শক 1918)
মূল © উমা আনন্দ, 1971
মূল্য : 11.00 টাকা
Let's Do A Play *(Bangla)*
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি 110016 কর্তৃক প্রকাশিত

বাজিকরের ডাক

রোদ্দুরে ঘাসের ওপর শুয়ে দীপক কমিক পড়ছিল। আজই স্কুল ছুটি হয়েছে। এইমাত্র ফিরেছে সে নতুন কমিক হাতে। বইটা ওর পাশের বাড়ীর বন্ধু রফিকের, তার সঙ্গে বদলাবদলি করে এনেছে। মা পাঁচটায় কাজ থেকে ফিরবেন, তার আগে বইটা পড়ে শেষ করে ফেলা চাই। ছুটির দিনগুলো আজেবাজে বই পড়ে নষ্ট করা মা আবার একদম পছন্দ করেন না।

“পী-পীহা-পাপীঈ !”

চমকে উঠে বসল দীপক। খুব জোরে কেউ শিস্ দিচ্ছে। “পী-পীহা-পাপীঈ !” আবার শোনা গেল অদ্ভুত শিস্টা। দীপক তড়াক্ করে

উঠে গেটের দিকে ছুটে গেল। গেটের সামনেই সরু একটা গলি। গলির মোড়ে ও দেখল, একজন কালো লম্বামতন লোক, ইয়া লম্বা গোঁফ, জুল জুল করে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। মাথায় প্রকাণ্ড হল্‌দে রঙের পাগড়ি ঢিলে করে বাঁধা, ঘোর লাল রঙের পাঞ্জাবি গায়ে, আর পরনে সাদা ধুতি। দুকানে চিক্ চিক্ করছে সোনার মাকড়ি। পিঠের ওপর একটা প্রকাণ্ড পুঁটলি। ওর সঙ্গে দুটো ছেলে—একটা বড়, একটা ছোট—পরনে ওরই মত পোশাক। শুধু ছোট ছেলেটার পাগড়ির রঙ সবুজ।

"পী-পীহা-পাপীঈ!" লোকটা শিস্ দিল আবার। দীপকের মনে হল লোকটার মুখের মধ্যে একরকমের হুইস্‌ল্ লুকোনো আছে।

ওদের নিজেদের আর ওদের পাশের বাড়ির লনের মাঝখানে একটা নিচু বেড়া। দীপক সেই বেড়ার ধারে ছুটে গিয়ে উত্তেজিতভাবে ডাকল—"ডিডো, তুই কোথায়? বেরিয়ে আয় শিগ্‌গির।"

"আসছি," সঙ্গে সঙ্গে একটি রোগা লম্বা ছেলে বেরিয়ে এল। ওর নাম রফিক, দীপকের প্রাণের বন্ধু। বন্ধুরা অবশ্য ওকে ডিডো বলে ডাকে।

"আমিও আসছি," আর একটা সরু গলা শোনা গেল। তারপর ছুটে বেরিয়ে এল একটি ফুট্‌ফুটে গোলগাল ছোট মেয়ে—মুখে টোল-খাওয়া হাসি, মাথায় কোঁকড়ানো চুল।

"এই সেরেছে," দীপক বলল, "আমি তো তোকে ডাকি নি, পারো!"

অমনি মেয়েটির মুখের হাসি মুছে গেল। ওর নাম পরভীন, রফিকের ছোট বোন এবং দাদার খুব অনুগত। দশ বছর মাত্র বয়েস হলে কী হবে, দাদা যা করবে ওরও ঠিক তাই করা চাই। রফিক আর দীপক দুজনেরই বয়েস বারোর ওপরে। পারো সব সময় ওদের সঙ্গে থেকে মজা নষ্ট করবে, দীপকের সেটা পছন্দ নয়।

"কিছু আসে যায় না" ডিডো বলল, "কেন ডাকছিলি বল তো?"
"গলিতে একটা পুতুল নাচওয়ালা এসেছে রে। আমার মনে হয় ও বাজারে খেলা দেখাবে। চল্ না, বেশ মজা হবে।"

ওরা গলিতে বেরিয়ে পড়ল।

"আমাকেও নিয়ে চলো না," কাঁদতে কাঁদতে পারো পেছনে ছুটল।

"আমিও—ও-ও," একটা বলের মত গোলগাল ছোট্ট ছেলে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে আর ছুটতে লাগল পারোর পেছনে।

"দেখলি তো, কী কাণ্ড হল?" দীপক চেঁচিয়ে ওঠে,

"টুপ্লোকেও আবার সঙ্গে নিতে হবে।"

ডিডো বলল, "চল, আমরা সবাই-ই যাই।" ও সব জিনিষেরই ভাল দিকটা দেখতে চায়। "আমার হাত ধর পারো," ডিডো বোনের দিকে হাত বাড়ায়।

"আয়, আমার পিঠে চড় টুপ্লো," দীপক ব্যাপারটা মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর পাঁচ বছরের ছোট ভাইকে পিঠে নিয়ে এগোতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে ওরা বাজারের চৌমাথায় গিয়ে পৌছয়। বেশ ভিড় জমেছে। "পী পীহা-পাপীঈ!"

পুতুলনাচওয়ালার হুইস্‌ল্‌ বাজতে থাকে। "ডাম্‌-টা-টা-ডাম্‌," অন্য ছেলেটা ঢোল বাজাতে শুরু করে। ভিড় ঠেলতে ঠেলতে ওরা সামনে এসে দাঁড়ায়, তারপর দর্শকদের মধ্যে বসে পড়ে। পুতুলনাচওয়ালা ততক্ষণে একটা ছোট বাক্স মাপের স্টেজ খাটিয়েছে। আর পেছন থেকে ওর পুতুলগুলো নাচাতে শুরু করেছে আঙুলে জড়ানো লম্বা সুতো দিয়ে।

স্টেজের ওপর প্রথমেই একটা দরবারের দৃশ্য। রাজা অমর সিং রাঠোড় এবং তাঁর মহিষী হডী রাণী বারান্দায় পাশাপাশি বসে। ভারি সুন্দর কাঠের পুতুল দুটো। রাজার গোঁফ জোড়া পুতুলওয়ালার মতই ভয়ংকর। কানে ছোট দুটো মাকড়ি আর মাথায় সোনার মুকুট। রাণীর পরনে লাল আর রুপোলি জরির পোশাক, গলায় ঝক্‌ঝকে গয়না। তাদের সামনে এক নর্তকী নাচছিল—পুতুলওয়ালা আঙুলের নিপুণ কায়দায় সেই নাচ দেখাচ্ছিল। নর্তকী এদিক ওদিক ঘুরছে আর তার পরনের ঘাগরা ফুলে ফুলে দুলে উঠছে।

"পী-পীহা-পাপীঈ," পুতুল নাচওয়ালার বাঁশি বেজে উঠল আবার। "ডাম্‌-টা-টা-ডাম্‌," বেজে উঠল ঢোল। তারপর বেরিয়ে এল এক বাজিকর, তার বাঁশির সুরে ঝুড়ি থেকে বেরোল একটা সাপ। পাশে সাদা কালোয় একটা কুকুর ডিগবাজি খেতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ রাজার দূতের প্রবেশ! শত্রু রাজ্য আক্রমণ করেছে। অমর সিং রাঠোড়

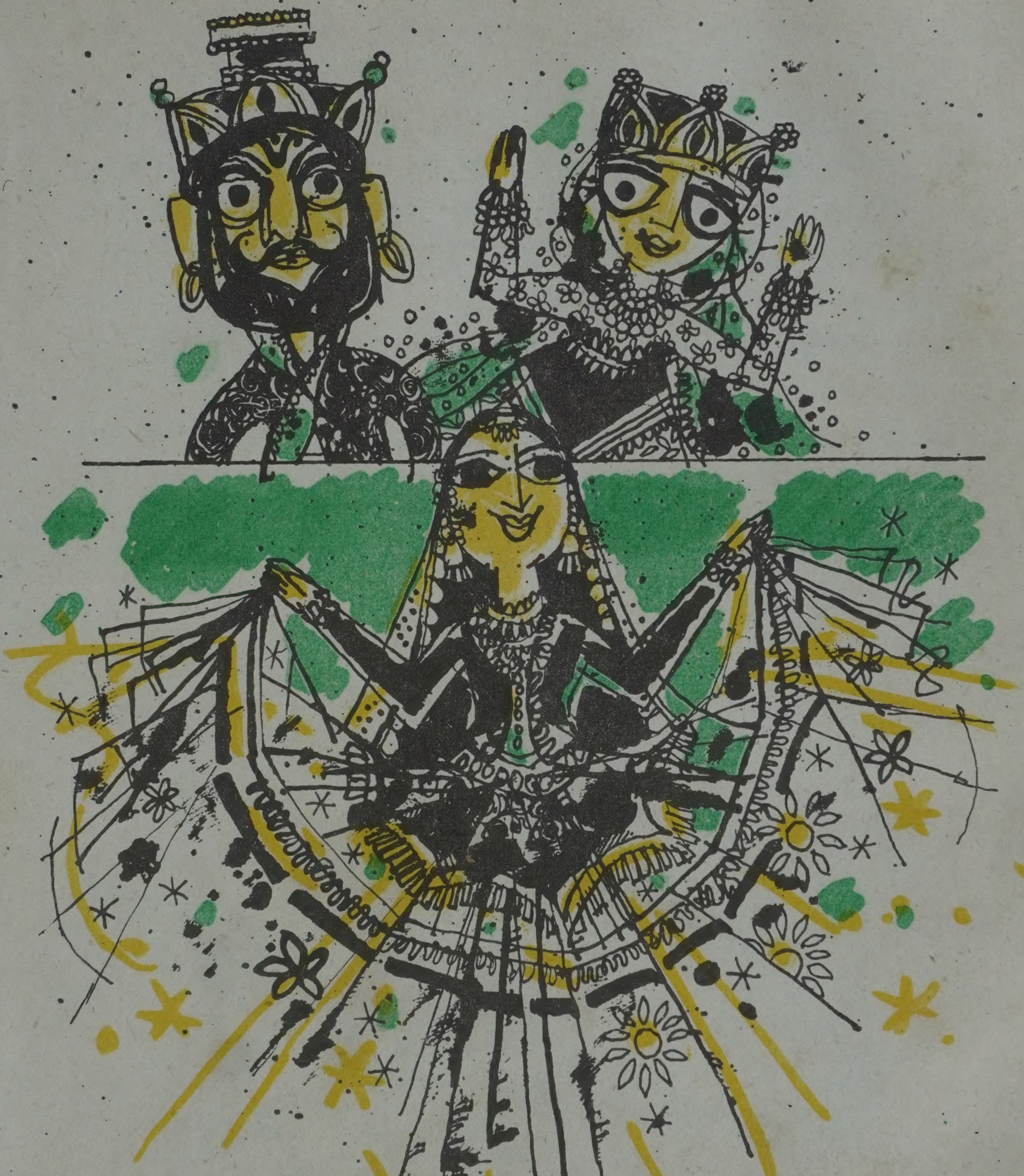

উঠলেন, তরোয়াল তুলে নিলেন, তারপর কালো ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেলেন ছুটে।

দৃশ্য বদলাল। এবার যুদ্ধক্ষেত্র। কালো ঘোড়ায় চড়ে অমর সিং লাল ঘোড়ার সওয়ার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ঘোড়া ছুটো পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তরোয়ালের সঙ্গে তরোয়াল লেগে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ উঠল। "ডাম্‌-টা-টা-ডাম্‌, ডাম্‌-টা-টা-ডাম্‌," বেজে উঠল ঢোল। "পী-পীহা-পাপীঈ," বাজতে লাগল বাঁশি।

অমর সিংহের জয় হল। লাল ঘোড়ার সওয়ার রাজা ছিটকে পড়ে মারা গেলেন।

জনতা হাততালি দিয়ে ওঠে। তারপর সবুজ পাগড়ি-পরা ছেলেটা উঠে দাঁড়ায়, একটা মাটির হাঁড়ি হাতে নিয়ে চারদিকে ঘুরতে থাকে। টুপ্‌ টুপ্‌ করে পয়সা পড়তে থাকে তার মধ্যে।

"এই রে," দীপক ফিসফিস করে, "আমার কাছে কিছু নেই। ডিডো, তোর কাছে পয়সা আছে?" রফিক নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

"আমি দিতে পারি" সুর করে বলে ওঠে পারো। পকেট থেকে বার করে একটা চক্‌চকে সিকি।

"বাঃ! ওকে দিয়ে দে," দীপক বলে। মনে মনে ভাবে, দরকারের সময় মেয়েরা বেশ কাজে আসে।

পারো সিকিটা হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দেয় আর তারপরেই ওরা ভিড়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

"দীপক, ছুটে চল। বাড়িতে নিশ্চয় ভাবছে।" ডিডো বলে। তারপর ওরা চারজন গলি ধরে ছুটতে থাকে।

"আচ্ছা, আমাদের এরকম নাটক করলে কেমন হয়?" দীপক হাঁফাতে হাঁফাতে বলে। ডিডো বলে, "অমন পুতুল কোথায় পাবি?"

"আরে বোকা, পুতুলের কী দরকার? আমরা নিজেরাই পার্ট করব। আমি হব অমর সিং রাঠোড়," দীপক ওপরের দিকে হাত তুলে বলল যেন ওর হাতে তরোয়াল, "অবশ্য তুই যদি ঐ পার্টটা না চাস্।" ডিডো বলল, "না। আমি বরং হব পরাজিত রাজা। মৃত্যুর দৃশ্যে অভিনয় করা কিন্তু আরও মজার।" ডিডো চোখ গোল গোল করে হাত ছড়িয়ে এমন অদ্ভুতভাবে মাটিতে পড়ে গেল যে বাকি সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

"আমিও-ও," গাব্‌লু টুপ্লো ডিডোর ওপরে গড়িয়ে পড়ল। দীপক টুপ্লোকে তুলে নেয়। পারো বলে, "উঠে পড় ডিডো। ওই দেখ দীপক, তোদের বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে আর মা তোমাকে ডাকছেন।"

"কোথায় ছিলি এতক্ষণ, দীপক?" কার যেন উদ্বিগ্ন গলা শোনা যায়, "দেখ, সঙ্গে আবার দুষ্টু টুপ্লোটাও রয়েছে। তোদের বাড়িতে না দেখে এত ভাবনা হচ্ছিল! আজ সন্ধ্যেবেলা বম্বে থেকে প্রেমমামার আসার কথা, মনে ছিলো না তো? ওঁকে যে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাবে, এমন কেউও বাড়িতে নেই!" দীপকের মা ছেলেদের বকতে বকতে গেট থেকে বেরিয়ে এলেন।

"মা, আমারই অন্যায় হয়েছে। একদম ভুলে গিয়েছি। আমরা একটা পুতুলনাচ দেখতে গিয়েছিলাম। কিছু মনে কোর না, মামা।"

"আরে তাতে কী হয়েছে," বলতে বলতে একজন লম্বামত ভদ্রলোক ট্যাক্সি থেকে নেমে দীপককে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন "পুতুল নাচওয়ালা যে ভোজবাজি জানে! তোমরা যে মজে' যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কী!"

প্রেমমামার সঙ্গে ট্যাক্‌সি থেকে নামল বছর-ষোলো বছরের একটি মেয়ে। উনি বললেন, "চিনতে পারছ? তোমাদের আনুদিদি।"

"আরে, আনুদি? আমি তোমাকে চিনতেই পারি নি।"

"আমি কিন্তু তোমাকে চিনতে পেরেছি," আনু বলল।

"আমিও, আমিও-ও," পেছন থেকে টুপ্লোর গলা।

"আচ্ছা, তুমিও?" এই বলে আন্নু ছোট্ট টুপ্পোকে কোলে নিয়ে আদর করে।

"তোরা জিনিসপত্রগুলো ভেতরে নিয়ে আয়। ডিডোর মা আমাদের সকলের জন্যে চা তৈরি করে বসে আছেন।" দীপকের মা বললেন।

"কী মজা, কী মজা," বলতে বলতে ছেলেরা মালপত্রগুলি চট্‌পট্‌ ভেতরে নিয়ে যায়।

পর্দা ওঠে

ছোটবড় সবাই মিলে পাশের বাড়িতে চায়ের টেবিলের চারদিকে ঘিরে বসে। একদিকে ডিডোর মা মিসেস আনোয়ার, মোটাসোটা, হাসি-মুখ, দেখতে তাঁর মেয়ে পরভীনেরই বড় সংস্করণ। তিনি বড়দের জন্যে কাপে চা ঢালতে লাগলেন আর ছোটদের জন্যে দুধ। তার সঙ্গে গরম গরম জিলিপি আর পকোড়া। গল্প করতে করতে সবাই মহানন্দে খেতে লাগল।

মায়ের একমাত্র ভাই এই মামার সঙ্গে দেখা হওয়ায় দীপক সব চাইতে বেশি উত্তেজিত। আসলে প্রেমমামা বোম্বাই থেকে এসেছেন এক নাটকের দল নিয়ে। নিখিল ভারত নাট্য উৎসবে তাঁরা অংশ নেবেন। কুড়ি জন অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে ওঁর নাটকের দল, নাম 'হিন্দ্‌মঞ্চ'। প্রেমমামার দলের সবাই অন্যান্য দলের সঙ্গে এক হস্টেলে উঠেছে। যেহেতু তাঁর বোনের বাড়ি এত কাছে, তাই শুধু প্রেমমামা ও তাঁর মেয়ে এখানে থাকবেন। সবেমাত্র হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিয়েছে আন্নু, সামনে লম্বা ছুটি। পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর কলেজে ভর্তি হবে। আন্নুও হিন্দ্‌মঞ্চের একটি নাটকে অভিনয় করবে।

"তোমরা কী কী নাটক করবে মামা?" দীপক জিজ্ঞেস করে।

"দুটো নাটক তৈরি করে এনেছি। একটা ঐতিহাসিক নাম 'তুগলক'—ভারতে বিখ্যাত এক সম্রাটের কাহিনী।" প্রেমমামা জবাব দেন।

"সেই পাগল রাজা তুগলকের কথা বলছ?" ডিডো জিগগেস করে, ইতিহাস তার প্রিয় বিষয়।

"ঠিকই ধরেছ। মহম্মদ তুগলককে কেউ কেউ পাগল বলে। আবার কেউ বলে 'জিনিয়াস'। তাঁর মত একজন বুদ্ধিমান শাসক শেষ বয়সে

1300
SHIKSHA MITRA
EDUCATIONAL RESOURCE CENTRE
Supported by : SWANIRVAR
62B, ALIPORE ROAD.
KOLKATA-700 027.
PH : 2479
-MAIL:shikshamit @yahoo.com

কী করে এত নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হয়ে উঠলেন, এই নাটকে তাই দেখানো হয়েছে।”

দীপক জিগগেস করে, “আর অন্যটা?”

“ওটা আমার লেখা। আধুনিক জীবন নিয়ে একটা কমেডি,” প্রেমমামা বলেন। “সত্যি, ভারি মজার নাটক ওটা,” আনু হাসতে হাসতে বলে।

“তোর পার্টটা তার মধ্যে আরও মজার,” ওর বাবা হাসিতে যোগ দেন।

শুনে দীপকের হিংসে হয়। সে বলে, “তুমি বুঝি ওতে অভিনয় করছ, আনুদি?”

“নিশ্চয়। এবং খুব ভাল অভিনয় করছে।” প্রেমমামা বলেন।

“আমিও অভিনেতা হতে চাই,” দীপক প্রায় চিৎকার করে বলে, “মামা, আমি কি হিন্দ্‌মঞ্চে নাটক করার একটা সুযোগ পেতে পারি না?”

“এখন না দীপক। আগে তোমার স্কুলের পড়া শেষ করতে হবে। আনু তো শিগগিরই কলেজে ভর্তি হচ্ছে। তারপর ও ভেবে দেখবে অভিনেত্রী হবে, না শিক্ষকতা করবে, না সাংবাদিক হবে অথবা অন্য কিছু। আচ্ছা দীপক, বাবার মত তোমার পাইলট হতে ইচ্ছে করে না?”

মিসেস আনোয়ার একবার দীপকের মায়ের দিকে চাইলেন, তারপর বলে উঠলেন, “না না।” দীপকের মা কিন্তু চুপ। খানিকক্ষণ সবাই অদ্ভুতরকম চুপ করে রইল। অস্বস্তিকর নীরবতা। দীপকের বাবা, এয়ার-ফোর্সের একজন দুঃসাহসী পাইলট, নাম অর্জন দাস, ফ্লাইং অফিসার; কয়েক বছর আগে দেশ রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। বিধবা হবার পর তাঁর স্ত্রী একটা মেয়েদের কলেজে পড়াচ্ছেন। টুপ্পো যখন ছোট ছিল, তখন ওদের মা কলেজে গেলে এই প্রতিবেশী আনোয়ার-পরিবারই ওর দেখাশোনা করতেন। ওদের মায়ের ফিরতে দেরী হলে মিসেস আনোয়ারকে দুই ভাইয়েরই দেখাশোনা করতে হত।

“এক সময়ে আমার সত্যিই পাইলট হবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখন আমি অভিনেতা হতে চাই। এই তো খানিকক্ষণ আগে আমরা একটা নাটক করার কথা ভাবছিলাম। আমি ঐ পুতুলনাচের দৃশ্যের অমর সিং রাঠোড় হব।”

"আর আমি সেই হেরে-যাওয়া বীর," চেঁচিয়ে উঠে ডিডো ওপরের দিকে হাত ছুঁড়ে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে। আর সবাই হেসে ওঠে।

"আমিও, আমিও," টুপ্পো ডিডোর মত পেছনে হেলতে গিয়ে চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে যায়।

"তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে," মিসেস দাস বলেন আর সবাই হেসে গড়াতে থাকে। আনু তখন সেই 'আহত বীর'-কে কোলে তুলে নেয়।

"তুমি আমাদের নাটক করতে সাহায্য করবে মামা?" দীপক জিগগেস করে।

"নিশ্চয়। কিন্তু আমার নিজের নাটক আগে। চল আনু, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের থিয়েটারে যাওয়া দরকার।" প্রেমমামা বলেন।

দীপকের মা জিগগেস করলেন, "এখনই যেতে হবে? এই তো এলে।"

"তুমি তো সবই জান। আমি বলে এসোছ, স্টেজ ম্যানেজারের সঙ্গে এখনই দেখা করব।" মামা জবাব দেন।

"আমরা সঙ্গে যেতে পারি?" ডিডো জিগগেস করে।

"নিশ্চয়।"

"আমিও-ও," টুপ্পো চেঁচিয়ে ওঠে।

"না, তুমি যাবে না," টুপ্পোর মা বাধা দেন। আনু বলে, "আসুক না পিসিমা, আমি ওকে দেখব।" প্রেমমামা বলেন, "আমরা বেশি দেরী করব না। শুধু স্টেজ আর আলোর ব্যবস্থাটা একবার দেখে আসতে চাই।"

এতক্ষণ ডিডোর বাবা মিস্টার আনোয়ার কোন কথা বলেন নি। এবারে তিনি বললেন, "চলুন, আপনাদের নামিয়ে দিচ্ছি। ওদিকে আমার একটা কাজ আছে। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরব, আপনাদেরও তুলে নিয়ে আসব।"

মিস্টার আনোয়ার ওদের সেন্ট্রাল থিয়েটারের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক ছুটে এসে প্রেমমামার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন, "আসুন আসুন। ভারি খুশি হলাম। আপনার স্টেজ-ম্যানেজার মিস্টার কাটকার ভেতরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।" একটা খোলামেলা ঘর পেরিয়ে দুটো প্রকাণ্ড দরজা খুলে তাঁরা ভেতরে ঢুকলেন।

হলের মধ্যে অল্প আলো, সারি সারি ফাঁকা চেয়ার। শেষ প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড ভারি পরদা স্টেজটাকে ঢেকে রয়েছে।

"পরদা তুলে দাও," প্রেমমামা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন।

একটা অদ্ভুত সোঁ সোঁ শব্দ শোনা গেল। আস্তে আস্তে ভারি মখমলের পরদাটা দুপাশে সরে গেল। দীপক উত্তেজনায় দম বন্ধ করে রইল। নিঃশব্দ, অন্ধকার, প্রকাণ্ড স্টেজটা ওর সামনে খোলা পড়ে আছে। ও ছুটে এগিয়ে গেল, পাশে রাখা ছোট সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ল স্টেজে। প্রেমমামা চেঁচিয়ে উঠলেন, "স্টেজ লাইট জ্বেলে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলোয় সমস্ত স্টেজ ভরে গেল। স্টেজের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে একটি ছোট মানুষ—দীপক—আবছা আলোয় হলের দিকে চেয়ে আছে। ডিডো হাততালি দিয়ে উঠল, "সাবাস!" দীপক মাথা নোয়াল। ছোটরা সবাই হেসে হাততালি দিল।

"আমিও-ও," চেঁচিয়ে ওঠে টুপ্পো। প্রেমমামা ডেকে বলেন, "এসো, সবাই এসো। চলো, আমরা স্টেজে নায়কের সঙ্গে যোগ দিই।"

অভিনেতার সাম্রাজ্য

যখন দীপক আলোর মধ্যে স্টেজের ওপরে একা দাঁড়িয়ে, তখন কিছুক্ষণের জন্য বিরাট অন্ধকার হলের দিকে তাকিয়ে ও একধরণের আনন্দ ও শক্তি অনুভব করল। তারপরেই ডিডো 'সাবাস' বলে চেঁচিয়ে ওঠায় আচ্ছন্ন মুহূর্তটি গেল ভেঙে এবং দীপক মাথা হেঁট করে অভিবাদন করল। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে মনে প্রতিজ্ঞাও করল, একদিন সে সত্যি সত্যি আলোকিত স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে সত্যিকারের দর্শকের সামনে অভিবাদন জানাবে। এরপরেই সকলে স্টেজের ওপরে উঠে এল। প্রেমমামা বললেন, "এই স্টেজ আর স্টেজের পেছনে সাজঘর, এইখানেই অভিনেতার আসল বাড়ি। স্টেজ অভিনেতার সব চাইতে প্রিয় জায়গা। হলের মধ্য থেকে যখন সে উচ্ছ্বসিত হাততালির শব্দ শুনতে পায়, তখনই সে চরম সার্থকতা উপলব্ধি করে। আর কিছু সে চায় না।"

দীপকেরও ঠিক এই কথাই মনে হচ্ছিল। ওর মনের কথা সব অভিনেতারই মনের কথা, শুনে ও অবাক্ হল।

প্রেমমামা বললেন, "সেই মুহূর্তটি আসবার আগে যথেষ্ট সংঘবদ্ধ পরিশ্রম করতে হয়। তিনি বললেন, "প্রথমে তোমাদের স্টেজটা বুঝিয়ে দিই, এস। স্টেজের তিনটে ভাগ আছে ; কেন্দ্র বা সেণ্টার স্টেজ, আপ-স্টেজ এবং ডাউন-স্টেজ। প্রত্যেক ভাগের আবার তিনটি করে অংশ ; কেন্দ্র, ডানদিক এবং বাঁদিক। অভিনেতার কথা চিন্তা করেই এইরকম স্টেজ-বিভাগ। দাঁড়াও, হাতে-কলমে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। দীপক, এদিকে এস।"

"আমিও-ও, "টুপ্পো আন্নুর কোল থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

"ঠিক আছে। টুপ্পোই আগে। আন্নু, ওকে সেণ্টার স্টেজে দাঁড় করিয়ে দাও।"

সাইক্লোরামা

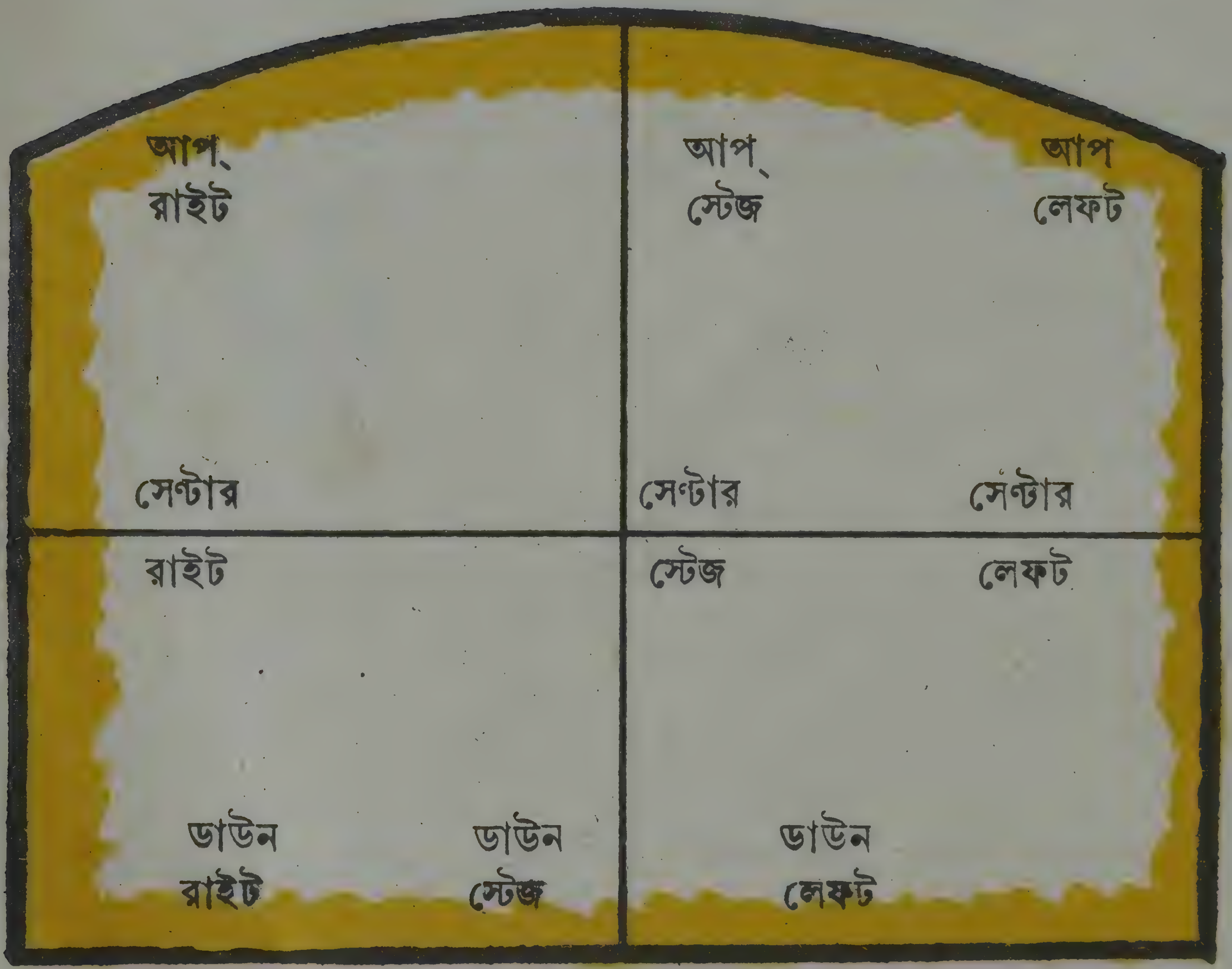
আপ্ রাইট
আপ্ স্টেজ
আপ লেফট
সেন্টার রাইট
সেন্টার স্টেজ
সেন্টার লেফট
ডাউন রাইট
ডাউন স্টেজ
ডাউন লেফট

দর্শক

আন্নু টুপ্লোকে স্টেজের একদম মাঝখানে নামিয়ে দিল। টুপ্লোও বেশ গর্বিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

"এবার দীপক, তুমি সেণ্টার-রাইটের জায়গা নাও। অর্থাৎ টুপ্লোর ডানদিকে হলের দিকে মুখ করে দাঁড়াও। আর ডিডো, তুমি সেণ্টার-লেফট্।"

ওরা দুজন নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়াল।

"আচ্ছা, এবার তোমরা ডাউন-লেফ্‌ট এবং ডাউন-রাইট পজিশনে সরে যাও।"

ডিডো জিগগেস করে, "সেটা কোন্‌দিকে হবে?"

"দর্শকের দিকে।"

দীপক ও ডিডো এগিয়ে যথাক্রমে ডাউন-রাইট ও ডাউন-লেফ্‌টে এসে দাঁড়াল।

"পারো, তুমি কোথায়?" প্রেমমামা হাঁক দিলেন।

"এই যে," নিচু গলায় জবাব দেয় পারো। এতক্ষণ বেচারা একলা পড়ে মনমরা হয়ে ছিল।

"এগিয়ে যাও, টুপ্লোর পেছনে গিয়ে দাঁড়াও। না, আরও পেছিয়ে। স্টেজের ভেতর দিকে যতদূর পার।"

পারো দৌড়ে গিয়ে স্টেজের একদম পেছন দিকের মাঝখানটায় দাঁড়ায়, বলে, "এখানে যে দেয়াল, পেছনে আর যেতে পারছি না।" স্টেজের পেছন দিকে আগাগোড়া একটা দেয়াল, একটু গোল করে বাঁকানো।

"এই দেয়ালের নাম 'সাইক্লোরামা'" প্রেমমামা ব্যাখ্যা করেন, "এর ওপর আলো ফেলে নানারকম বড় বা ছায়ার আশ্চর্য 'এফেক্ট' তৈরী করা যায়। এবার ডিডো, তুমি কোণাকুণি এসে আপ-স্টেজ রাইটে দাঁড়াও।"

ডিডো থতমত খেয়ে যায়। আন্নু ইশারা করে জায়গাটা দেখিয়ে দেয়। অমনি সঙ্গে সঙ্গে ডিডো কোণাকুণি ভাবে দৌড়ে ডাউন-লেফ্‌ট্ থেকে দীপকের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

"দীপক, তুমি আপ-লেফ্‌টে যাও।"

দীপক সরে গিয়ে পারোর বাঁদিকে দাঁড়ায়।

"পরিচালক যখন অভিনেতাকে নির্দেশ দেন, তখন এভাবেই বলেন। আলোর ব্যবস্থাপককেও। কোন অভিনেতাই স্টেজের ওপরে যেমন-খুশি ঘুরে বেড়াতে পারে না। প্রয়োজনমতই সে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরতে পারে।"

"কিন্তু মামা, যখন খুব উত্তেজক যুদ্ধের দৃশ্যের অভিনয় হয়, তখন?" দীপক জিগগেস করে। ওর মনে অমর সিং রাঠোড়ের অভিনয় ভেসে উঠছিল।

"হ্যাঁ, এমন কী যুদ্ধের দৃশ্যেও প্রত্যেকটি চলা খুব মন দিয়ে ভেবে নিতে হয়। প্রত্যেক অভিনেতা নিজের খুশিমত চলাফেরা করলে সব গোলমাল হয়ে যাবে, স্টেজে কী ঘটছে দর্শকরা বুঝতে পারবে না। খেয়াল রাখা দরকার, একজন অভিনেতা আর একজনকে আড়াল করে দাঁড়াবে না—যাকে আমরা 'কভার করা' বলি। একজন যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিনয় করে বা কথা বলে তখন অন্যদের চুপ করে থাকা দরকার, যাতে দর্শকদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে না যায়। আসল কথা কী জানো দীপক, প্রত্যেক অভিনেতাকে দলের একজন নিঃস্বার্থ ও সুশৃঙ্খল কর্মী হতে শিখতে হয়। যাক গে। এবার এস, স্টেজের অন্য দিকগুলো তোমাদের বুঝিয়ে দিই।"

প্রেমমামা সবাইকে মঞ্চের বাঁদিকে কতকগুলো প্রকাণ্ড কাঠের দেয়ালের আড়ালে নিয়ে গেলেন। "এই জায়গার নাম উইংস্। স্টেজের দুপাশেই এগুলো থাকে। স্টেজের ওপরে থাকলেও এগুলো দর্শকদের চোখের আড়ালে থাকে। কোন দৃশ্যে উপস্থিত হওয়ার আগে অভিনেতারা এই জায়গায় এসে অপেক্ষা করে। যারা স্টেজের পেছনে কাজ করে, তারা এখানে জিনিসপত্র প্রস্তুত করে রাখে। ধর, একটা ব্যাগ কিংবা ছাতা এইরকম কিছু—আমরা যাকে প্রপার্টি বা 'প্রপ্' বলি।" ডিডো চেঁচিয়ে ওঠে, "কিংবা তরোয়াল।"

মামা যোগ দেন, "হ্যাঁ, কিংবা তরোয়াল—যা হয়তো কোন এক দৃশ্যে অভিনেতার দরকার হবে।"

একটা প্রকাণ্ড বোর্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে পারো জিগগেস করে, "ওটা কী?" বোর্ডের ওপরে অনেকগুলো সুইচ লাগানো, চারপাশে তার ও অনেকগুলো কাঠের হ্যাণ্ডেল, সামনে একটা উঁচু টুল।

"একে বলে 'লাইট অ্যাণ্ড ডিমার বোর্ড'," মামা বোঝান, "এই সুইচ-গুলোর ওপরে নম্বর দিয়ে বোঝানো আছে কোন্‌টা কোন আলো।"

"হ্যাণ্ডেলগুলো কিসের জন্যে?" দীপক জিগগেস করে। মামা জবাব দেন, "এদের বলে 'ডিমার'। এইগুলো টেনে নিচের দিকে নামালে বা ঠেলে ওপর দিকে ওঠালে আলো আস্তে আস্তে কমে আসে বা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চলো স্টেজের ওপর, দেখাচ্ছি।"

ওরা সবাই মঞ্চের ওপর ফিরে যায় এবং ওপর দিকে তাকিয়ে থাকে। টুপ্পো মাথা উঁচু করতে গিয়ে এত বেশি পেছন দিকে ঝোঁকে যে পড়েই যায় হঠাৎ, আন্নু ওকে তুলে নেয়।

মঞ্চের ওপরের ছাদটা এত উঁচু যে প্রায় দেখাই যায় না। সেখানে সারি সারি জ্বল জ্বল করছে আলো। দীপক ভারি আশ্চর্য হয়ে যায়। এতগুলো বালব্‌ সে জীবনে কখনও দেখে নি।

"প্রত্যেক সারি আলোকে আমরা বলি বেটন এবং একটি বেটনের জন্য একটি করে সুইচ আছে।" বড় বালব্‌ লাগানো কতগুলো আলাদা আলো দেখিয়ে ডিডো জিগগেস করে, "আচ্ছা, ওই বড়ো কালো আলোগুলো কী?"

"ওগুলোকে বলে স্পটলাইট। ওই আলোর জোর খুব বেশি কিন্তু অল্প জায়গায় গিয়ে পড়ে।"

"আচ্ছা, বেটন আর স্পটলাইট এই দুটোই কি কমানো বাড়ানো যায়?" দীপক প্রশ্ন করে।

"নিশ্চয়ই। দাঁড়াও, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

প্রেমমামা সুইচ বোর্ডের কাছে গেলেন। "প্রথমে আমি মাঝের বেটন ডিমে করে দিচ্ছি," এই বলে একটা হ্যাণ্ডেল আস্তে করে সরিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একসারি আলো ডিমে হতে হতে নিবে গেল। "এই দেখ স্পট্‌", অমনি একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। প্রেমমামা অন্য একটা হ্যাণ্ডেল ধরে টানলেন, আস্তে আস্তে সেটাও নিবল। হঠাৎ প্রেমমামা ডাকলেন, "কাটকার, লাল পরদাটা নামিয়ে দাও তো।" ওপরে একরাশ দড়ি ও কড়িবরগার মধ্য থেকে একজন জবাব দিল, "দিচ্ছি।" অমনি একটা লাল

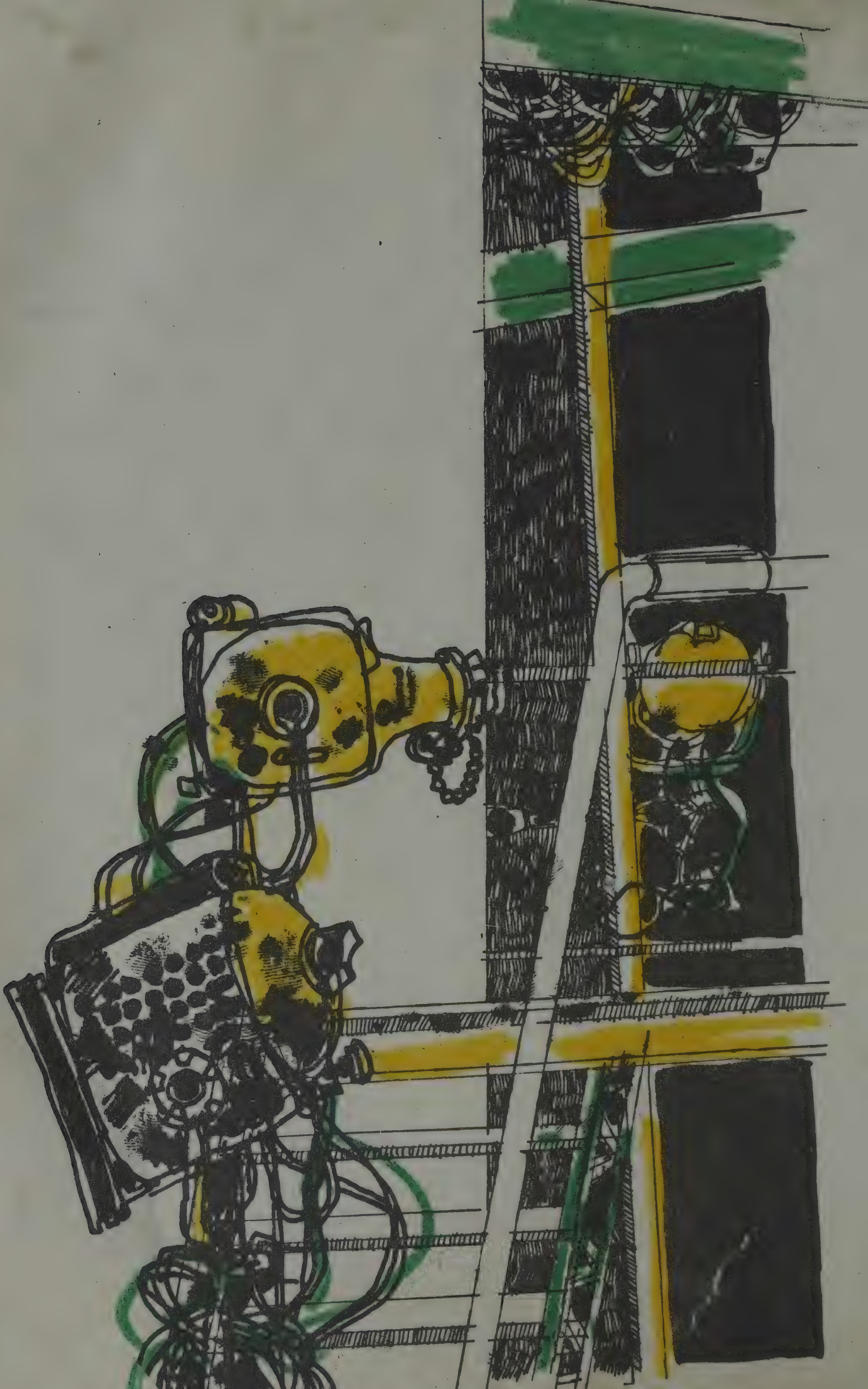

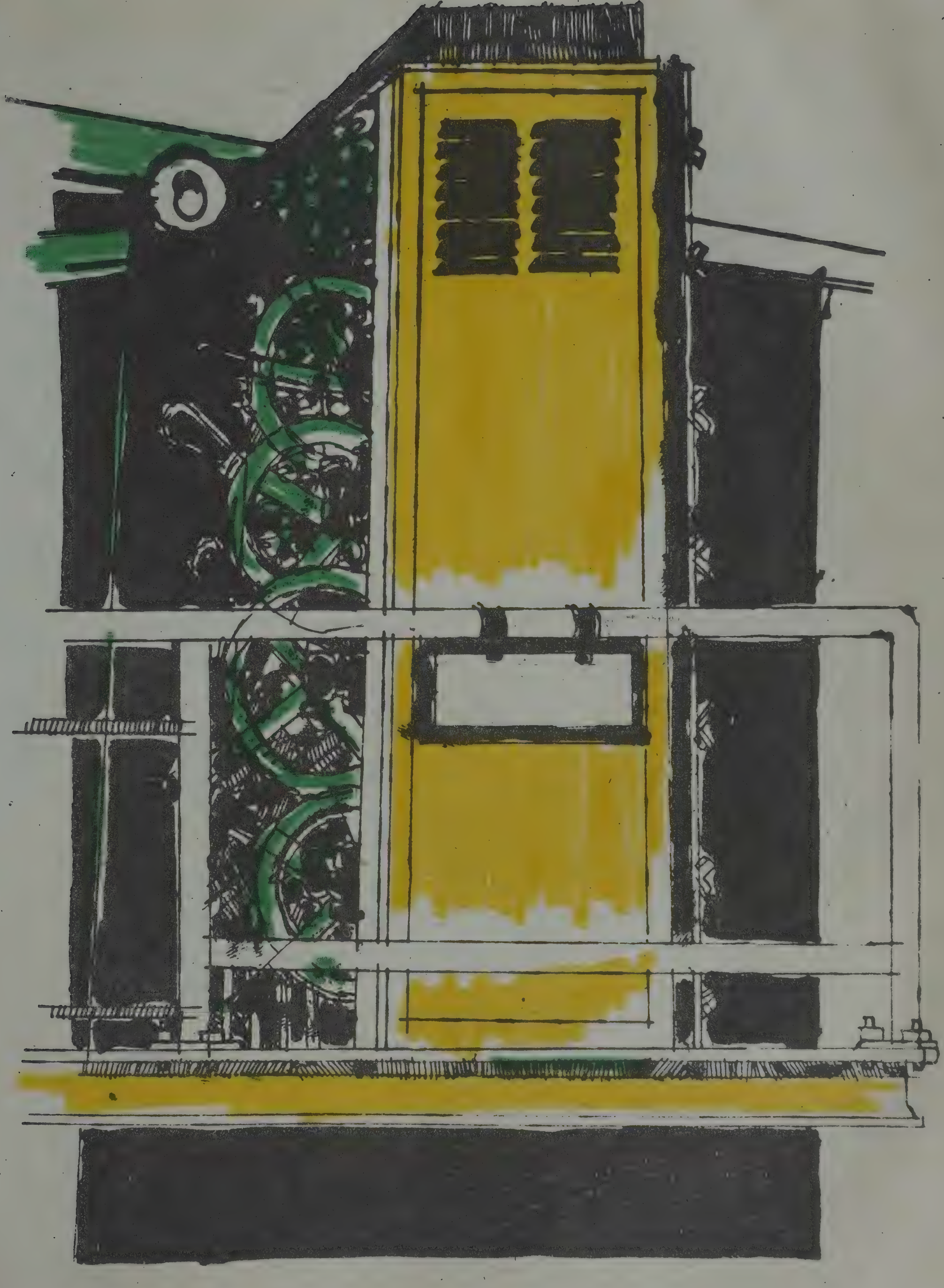

পরদা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে ধীরে ধীরে নেমে এল মঞ্চের মাঝখানে, পেছনের অর্ধেকটাকে ঢেকে দিল। লাল পরদাটা একটা লম্বা বাঁশ থেকে দুপাশে দড়ি দিয়ে ঝোলানো।

"এখন মঞ্চে সামনের অর্ধেকটা জায়গায় অভিনয় করা যায়, যখন মঞ্চের কর্মীরা পরের দৃশ্যের জন্যে পেছনের অংশ সাজাবে। এবার তুলে নাও।" প্রেমমামা হুকুম দিলেন। লাল পর্দাটা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেল।

এমন সময় টুপ্পো জোর করে আন্নুর কোল থেকে নেমে পর্দাটাকে ধরবার জন্যে ছুটল। চেঁচাতে লাগল, "আমিও, আমিও।" আন্নু ছুটে আসে, "না, তুমি না।"

"আচ্ছা, অভিনেতাকে কি 'ফ্লাই' করতে দেওয়া হয়?" মঞ্চের ভাষা ব্যবহার করতে পেরে দীপক বেশ গর্বিত।

"নিশ্চয়। একটি ছেলে ট্রাপিজে দুলতে দুলতে মঞ্চে ডিগবাজি খেয়ে পড়েছে আমি এমন দৃশ্যও দেখেছি।"

"বাঃ কী মজা! আমিও ওরকম করতে চাই।" ডিডো বলে ওঠে।

মামা বললেন, "স্টেজের একপাশে ছোট একটা গোপন দরজা আছে। পাল্লা খুললেই কতগুলি সিঁড়ি স্টেজের একদম নিচে নেমে গেছে দেখা যাবে।"

"পালাবার দৃশ্যের পক্ষে অপূর্ব।" দীপক বলে।

"চলো, ব্যাকস্টেজ দিয়ে আমরা গ্রীণরুমে যাই।"

উইংস পার হয়ে ওরা একটা বরোন্দায় গিয়ে পৌঁছয়। এখান থেকে সারি সারি তিনটে ঘর দেখা যাচ্ছে। একটা ঘর আলমারি আর বাক্সয় ভর্তি। এখানে সাজপোশাক ইস্ত্রি করে রাখা হয়। অন্য ঘর দুটোয় সারি সারি ড্রেসিং টেবিল আর বড় আয়না।

পারো চারপাশে সাদা দেয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, "কই, এগুলো তো সবুজ নয়?" প্রেমমামা বুঝিয়ে দেন, "গ্রীনরুম মানে সাজঘর। একটা ঘর অভিনেতাদের জন্যে, আর একটা অভিনেত্রীদের।"

ঠিক এমন সময় বাইরে দুতিন বার গাড়ির হর্ণ শোনা যায়।

"ওই আমাদের গাড়ি এসে গেছে," ডিডো বলে ওঠে।

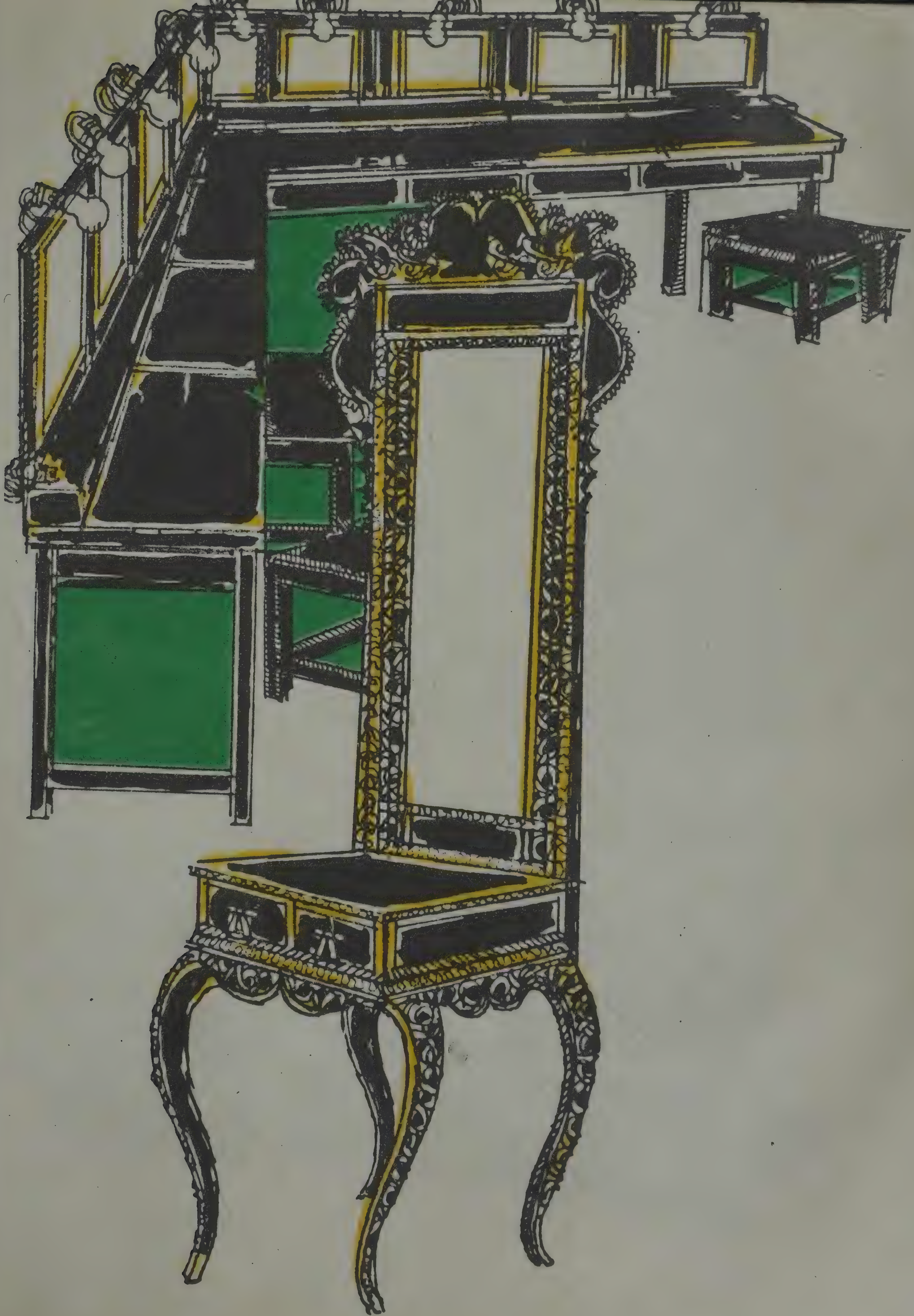

মামা বলেন, "চলো তাহলে। এতক্ষণ তোমরা অভিনেতাদের ঘরবাড়ি দেখলে। এবার নিজেদের বাড়িতে ফিরে চলো। আগামীকাল এসে আমরা রিহার্সাল দেখব।"

সকলের সঙ্গে ঠেসাঠেসি করে দীপক গাড়ির মধ্যে ঢুকল কিন্তু মনে ওর একটাই চিন্তা, কবে মঞ্চকে ওর নিজের ঘরবাড়ি করে তুলতে পারবে।

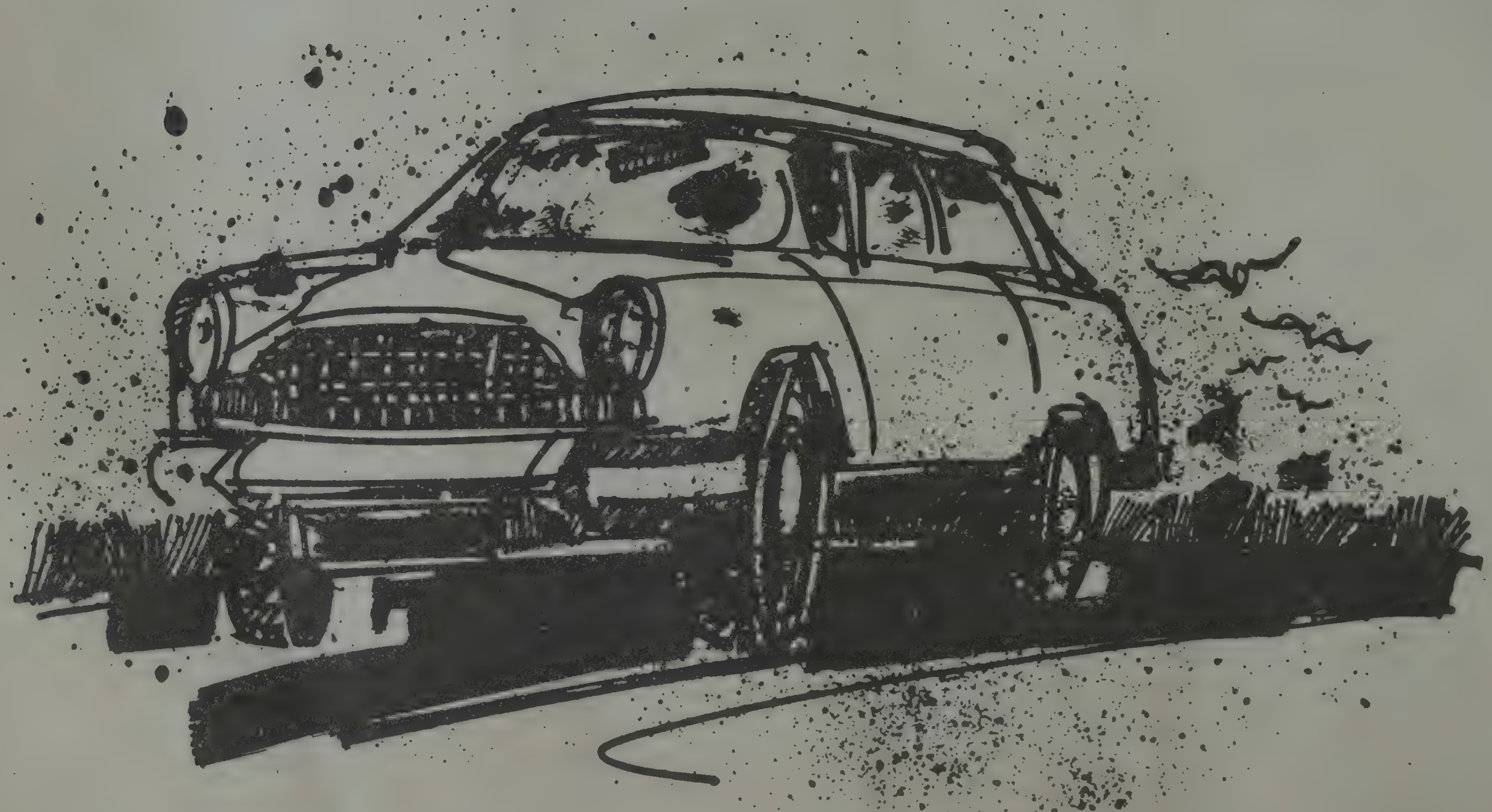

প্রথম থেকে শুরু

পরের দিন সকালে ওরা আবার যখন মঞ্চে যাবার জন্য বেরিয়েছে, পারো জিগগেস করে, "মামা, কী করে নাটক করো তোমরা ?"

দীপক ধমকে ওঠে, "বোকার মত প্রশ্ন করিস না।" প্রেমমামা বলেন, "মোটেই না। বেশ তো, পারো, প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। সবচেয়ে আগে নাটক মঞ্চস্থ করতে ইচ্ছুক এমন একদল লোক জড়ো করা দরকার। যারা অভিনয় করবে, তারা ছাড়াও আরও অনেকে থাকবে যারা সাজ-পোশাক, মেক-আপ, স্টেজ দেখাশোনা ইত্যাদিতে উৎসাহী। তারপর একটা ভাল নাটক বাছাই করা দরকার।" ডিডো যোগ দেয়, "লিখে ফেললেই হয়।"

"হ্যাঁ, লিখে ফেললেও হয়। কিন্তু লেখাটা শক্ত কাজ এবং সময়-সাপেক্ষ। নাটক বেছে নেওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। হয়তো একটা দুঃখের নাটক.....

"ট্রাজিডি ?" দীপক প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ। কিংবা একটা মজার নাটক..." পারো বলে, "মানে কমিক ?"

ডিডো বাধা দেয়, "দূর বোকা, কমিক কেন হবে ? কমেডি। তাই না মামা ?"

"ঠিক বলেছ। যে নাটকই করো—দুঃখের বা মজার, পৌরাণিক বা আধুনিক, দর্শকদের সেই নাটক দেখতে আগ্রহ থাকা দরকার। তা না হলে ওরা আসবে কেন ? তারপর হিসেব করে দেখতে হবে, সব কটা পার্ট অভিনয় করার মত অভিনেতা অভিনেত্রী আছে কিনা।"

"এর নাম কাসট্ করা", আনু বলে।

"এবার দলকে একসঙ্গে জড়ো কর এবং একজন পরিচালক বুঝে-সুঝে ঠিক কর। তারপর সবাই মিলে নাটকটা পড়বে। একসঙ্গে অনেকগুলো নাটক পড়ে তারপরও একটা নাটক বাছা যায়। অভিনেতাদের মধ্যে যে যেমন পার্ট করতে আগ্রহী, সে নিজের অংশ পড়তে পারে। অবশ্য কে কী পার্ট করবে তা ঠিক করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত পরিচালকের।"

এবার দীপক প্রশ্ন করে, "তবে কি নায়ক বা নায়িকার চাইতেও পরিচালকের ভূমিকা নাটকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?"

"সকলের ভূমিকাই সমান গুরুত্বপূর্ণ," প্রেমমামা জবাব দেন, "প্রত্যেকে দলের অংশ হয়ে কাজ করবে কিন্তু পরিচালক হবেন তাদের নেতা। তিনি অভিনেতাদের অঙ্গভঙ্গি বুঝিয়ে দেবেন এবং তাদের সাধ্যানুযায়ী ভালভাবে অভিনয় করতে সাহায্য করবেন। দীপক ভাবনায় পড়ে—তবে কি সে পরিচালকই হবে? জিগগেস করে, "আচ্ছা, যে পরিচালক, সে কি অভিনয়ও করতে পারে?"

"নেহাৎ দরকার পড়লে তবে; যিনি পরিচালনা করবেন তাঁর পক্ষে অভিনয় না করাই উচিত। তাঁর দায়িত্ব অনেক—অন্যদের অভিনয়ের নির্দেশ দেওয়া, আলো এবং শব্দ-প্রয়োগের ঠিকঠাক ব্যবস্থা করা, দরকারমত সাজপোশাকের জোগাড় করা এবং 'সেট' সাজানো।"

দীপকের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সে ভাবে, দলের ক্যাপ্টেন হওয়া সবচেয়ে আনন্দের কিন্তু যে ক্যাপ্টেন নিজে খেলবে না সে তো আসল আনন্দ থেকেই বঞ্চিত। জিগগেস করে "আচ্ছা, দলের মধ্যে দরকারী ভূমিকা এরপরে কার?"

"স্টেজ ম্যানেজারের।" প্রেমমামা সবাইকে অবাক করে দেন, "তাঁকে মহড়ার ব্যবস্থা করতে হয়, দেখতে হয় অভিনেতারা নিজেদের পার্ট মুখস্থ করছে কিনা, ঠিক সময়ে সেট এবং পোশাক তৈরী আছে কিনা। এছাড়া হল ঠিক করা, টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করা—অর্থাৎ পুরো দলের তিনিই সত্যিকারের ব্যবস্থাপক। আসলে স্টেজ ম্যানেজারই কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্বার্থ কারণ তিনি তো মঞ্চে নামেন না। কী বিরাট তাঁর ভূমিকা, কম লোকেই তা বোঝে।"

দীপক মনে মনে স্থির করে, আর যা-ই হোক সে স্টেজ ম্যানেজার হবে না।

পারো আবার সেই একই প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, তোমরা কী করে নাটক কর?"

"যেই কাসট্ ঠিক হয়ে গেল, অমনি শুরু হবে রিহার্সাল বা মহড়া। নাটক যদি লম্বা হয় তবে একসঙ্গে কয়েকটা দৃশ্যের বেশি মহড়া দেওয়া উচিত না। বেশির ভাগ নাটকেরই তিনটে অংশ বা অঙ্ক থাকে। প্রত্যেক অঙ্কের আবার কয়েকটা করে দৃশ্য। অভিনেতারা যদি যথেষ্ট ভাল এবং উৎসাহী হন তবে তারা নিজের নিজের পার্ট—আমরা যাকে বলি 'লাইন'—চট্‌পট্ মুখস্থ করে ফেলেন। তারপরই তারা পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী অঙ্গভঙ্গি, চলাফেরা ইত্যাদি রপ্ত করে নেন। কঠিন দৃশ্য হলে একটা দৃশ্যেরই বার বার মহড়া দিতে হয়। অভিনেতার যথেষ্ট ধৈর্য থাকা দরকার। শুধু নিজে ভালভাবে অভিনয় করলেই চলে না, সেই সঙ্গে অন্যদের অভিনয় করতেও সাহায্য করা চাই।"

দীপক এবার আরও ভাবনায় পড়ে, তবে তো অভিনেতা হওয়া যত সহজ সে ভেবেছিল ততটা নয়! প্রশ্ন করে, "আচ্ছা মামা, কোন অভিনেতার ভূমিকা প্রধান?"

"ভাল নাটকের দলে কোন অভিনেতার ভূমিকাই অপ্রধান নয়। কারুর পার্ট হয়তো বেশি বড় আর শক্ত কিন্তু মঞ্চে সকলের ভূমিকাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। যাদের অভিনয় দক্ষতা সব চাইতে বেশি তারাই সাধারণতঃ প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন। তবু জানবে সামান্য একজন দূত কিংবা বাজারের একটা ভিড়ের দৃশ্যের কোন লোককে ঠিকমত তালিম দিতে না পারলে বা তাদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দিলে পুরো নাটকটাই পণ্ড হয়ে যেতে পারে।"

একটু থেমে প্রেমমামা হেসে দীপককে বলেন, "জানো, সত্যিকারের বড় অভিনেতারা ছোট ভূমিকার অভিনেতাদের দিকে সমান খেয়াল রাখেন। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের 'হিন্দ্‌মঞ্চ' দলে সবসময় একই লোককে প্রধান ভূমিকাগুলি মোটেই দেওয়া হয় না। একটা নাটকে যে নায়ক, পরের নাটকে সে বৃদ্ধ, আবার তৃতীয় নাটকে সে হয়তো সামান্য পথচারী।"

দীপক লজ্জা পায়। আমতা আমতা করে বলে, "সবসময় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করব, এমন কথা আমি বলি নি।" সবাই হেসে ওঠে।

"কিন্তু নাটকটা কী করে কর তোমরা, সেটাই বলছ না," পারো আবার খেই ধরে। আসলে, যে সব কথাবার্তা হচ্ছে তার অর্ধেকই ওর মাথায় ঢোকে নি।

"যখন সব দৃশ্যগুলোর রিহার্সাল ঠিকমত হয়ে গেছে, তখন পুরো নাটকটার অভিনয় করতে হয় কয়েকবার। যদি সেট এবং পোশাক তৈরী থাকে, তবে অভিনেতারা নিজের নিজের পোশাক পরেই মহড়া দিতে পারেন। অবশ্য হলের ভাড়া, খরচপত্র এত বেশি যে, কোন দল স্টেজের ওপরে একটা দুটোই রিহার্সাল দিতে পারে। একে বলে ড্রেস-রিহার্সাল। আমরা তো ঠিকসময়ে এসে গেছি, চলো ড্রেস-রিহার্সাল হচ্ছে, দেখি। তোমরা সবাই চুপ করে থাকবে, গোলমাল করবে না। যতক্ষণ না ঠিকমত রপ্ত হয় আমরা হয়তো একটা দৃশ্যই বার বার স্টেজে অভিনয় করব। তাছাড়া, আলো ফেলারও পরীক্ষা করতে হবে।"

আনু হেসে বলে, "ভাগ্যিস আজ আমরা টুপ্পোকে সঙ্গে আনিনি, তা হলে ও সব কিছুই নিজে করতে চাইত।"

"সত্যি, ও ভারি মজার," ডিডো ঠাট্টার সুরে বলে, "টুপ্পো আর টুপ্পোর সেই 'আমিও-ও-ও'।"

ড্রেস রিহার্সাল

থিয়েটারে ঢুকতেই ওরা নানারকম শব্দ শুনতে পেল। স্টেজ খোলা রয়েছে। অনেক লোকে ওপর-নিচ দৌড়োদৌড়ি করছে। হাতুড়ি ঠুকছে ছুতোর-মিস্ত্রি। স্টেজকর্মীরা একটা দৃশ্যের সেট তৈরী করছে। ইলেক-ট্রিকের লোক আলো পরীক্ষা করছে। একজন আবার টেপরেকর্ডারে শব্দ পরীক্ষা করে দেখছে।

প্রেমমামা ছেলেমেয়েদের বললেন, "যাও, তোমরা চতুর্থ বা পঞ্চম সারির মাঝখানে গিয়ে বোসো। আমি ব্যস্ত থাকব, তবে আন্নু তোমাদের সঙ্গে থাকছে, সে সব বুঝিয়ে দেবে।

দীপক এবং ডিডো আন্নুর দুপাশে বসল। পারো বসল তার দাদার পাশে।

প্রেমমামা চেঁচিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। স্টেজ খালি করে দাও। কাটকার, তুমি প্রস্তুত ?"

"হ্যাঁ।" কোথা থেকে যেন আওয়াজ এল।

"আলো নেবাও।" প্রেমমামা বললেন।

সবাই স্টেজ থেকে নেমে এল। সব আলো নিবে গেল। স্টেজে পরদা জুড়ে গেল। সমস্ত জায়গাটা এখন গভীর অন্ধকার এবং নিঃশব্দ।

"আরম্ভ কর।"

আস্তে, যেন বহু দূর থেকে আজানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে পরদা ওঠে। অন্ধকার স্টেজে শুধু কয়েকটা বাঁকা খিলানের কালো রেখা বোঝা যাচ্ছে। আজানের ডাক ক্রমশ স্পষ্ট হতে হতে হালকা নীল আলোয় স্টেজের পেছন দিকটা ভরে গেল। এবার দেয়াল দেখা যাচ্ছে,

আর কয়েকটা সিঁড়ি। এবং নগর দুর্গের তোরণ প্রাচীর। দৃশ্যটা ক্রমশ হল্‌দে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আন্নু ফিসফিস করে বোঝায়, "দেখছ, কেমন আস্তে আস্তে ভোর হচ্ছে। আজানের শব্দেও বোঝা যাচ্ছে এখন ভোর। সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, এটা একটা মসজিদে ভরা নগর। আসলে এটা দিল্লি।"

প্রেমমামা সমস্ত আবহাওয়া পণ্ড করে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "কাটকার, হলদে আলোটাকে আরও তাড়াতাড়ি স্পষ্ট কর।"

জবাব এল, "করছি," এবং স্টেজের ওপর আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সমস্ত স্টেজ এখন আলোয় ভরে গেছে। নানারকম চমৎকার পোশাক পরে অনেকে স্টেজে ঢুকেছে। কারো মাথায় পাগড়ি, কারো পরনে সূঁচের কাজকরা আচকান, কারো-বা সালোয়ারের ওপর উজ্জ্বল রঙের ওয়েস্টকোট, এবং লম্বা রঙিন পাঞ্জাবি। পারো ফিস্‌ফিস্ করে বলে, "কি চমৎকার সাজপোশাক!"

আন্নু বুঝিয়ে দেয়, "সেই সময়ে লোকে কি ধরণের পোশাক পরত জানবার জন্যে আমাদের ঢের বই পড়তে হয়েছে, পুরানো ছবি দেখতে হয়েছে। ঐতিহাসিক নাটকে এ সব ব্যাপার খুব নিখুঁত ভাবে করতে হয়। এমন কি, সে যুগে সৈন্যরা কি ধরণের তরোয়াল এবং ঢাল ব্যবহার করত তা জানবার জন্যে আমাদের জাদুঘরে পর্যন্ত যেতে হয়েছে। আসলে রাজপুতদের সঙ্গে আফগান সম্রাটদের সাজপোশাক আর অস্ত্রশস্ত্রের কোন মিল নেই।"

ওরা যেন মধ্যযুগের দিল্লিতে এসে পড়েছে। কতরকম চরিত্র ওরা দেখল—সৈন্যসামন্ত, রাজারাজড়া, ভিখিরি, গুপ্তচর, বনিক এবং সম্রাট। ওদের সবচেয়ে ভাল লাগল সেই সুন্দর প্রকাণ্ড চেহারার অভিনেতাকে যিনি সম্রাট তুগলকের চরিত্র অভিনয় করলেন। কী ভরাট এবং শক্তিশালী ওঁর কণ্ঠস্বর! যে দৃশ্যে রাণীমাকে সৈন্যরা টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল বাজারের মধ্যে হত্যা করবে বলে, পারো সেই দৃশ্য দেখে কেঁদে আকুল।

ডিডো তার বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "এসব কি আর সত্যি সত্যি রে?"

"হ্যাঁ ডিডো," আন্নু জবাব দেয়, "এ সব ঘটনাই ঐতিহাসিক সত্য। অবশ্য নাট্যকার তাঁর নিজের রুচি এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ঘটনাগুলো

সাজিয়েছেন। এই নাটকের যিনি নাট্যকার, তার নাম গিরিশ করনাদ। তাঁর মতে, তুগলক ছিলেন এক মহান ব্যক্তি যাঁর সঙ্গে তাঁর সমস্ত বন্ধু-বান্ধব এমন কী রাণীমা পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। সেজন্যই দেখলে তো, তাঁর রাজত্বকালের শেষের দিকে সম্রাট তুগলক কীরকম বীতশ্রদ্ধ ও নিষ্ঠুর হয়ে পড়েছিলেন।"

ঠিক এই সময়েই প্রেমমামা আবার চিৎকার করে উঠলেন, "প্রজেক্ট, প্রজেক্ট, রাজু।"

দীপক আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, "এর মানে কী?"

আনু বুঝিয়ে দেয়, "'প্রজেক্ট' মানে চিৎকার না করে কণ্ঠস্বর স্পষ্ট প্রসারিত করা।"

এই দৃশ্যে সম্রাট বড় বিষণ্ণ ও একা। তাঁর পুরানো বন্ধু ঐতিহাসিক বারোনি তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আর তিনি তাঁকে বিদায় জানাচ্ছেন। রাজু বারোনির ভূমিকায় অভিনয় করছিল।

প্রেমমামা নির্দেশ দিলেন, "জায়গাটা আবার বল।"

অভিনেতারা দৃশ্যটি আবার করল।

আনু বোঝায়, "দেখছ, যদি দর্শকরা তোমার কথা স্পষ্ট শুনতে না পায় ভাল অভিনয় করে কোন লাভই নেই। অভিনয়ের এটাই প্রথম ও আসল শিক্ষা।"

ক্রমে নাটক শেষ হয়ে আসে। শেষ দৃশ্যটি দীপককে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে—যেখানে নগর তোরণের ওপর সন্ধ্যা নামছে, ক্লান্ত বৃদ্ধ সম্রাট একা সিঁড়ির ওপর বসে, নতশির, পরিত্যক্ত, একা। ধীরে ধীরে পেছনের আলো কমে এল, তিনি যেন ছায়ার মত পড়ে রইলেন, শেষ পর্যন্ত সব অন্ধকার হয়ে গেল।

"হলের আলো জ্বেলে দাও কাটকার," প্রেমমামার কণ্ঠস্বর।

"দিচ্ছি," প্রত্যাশিত জবাব এল, থিয়েটার হলে আলো জ্বলে উঠল। প্রেমমামা নেমে এলেন, আনুকে বললেন, "এবার ছোটদের তুমি ব্যাকস্টেজে নিয়ে যেতে পার, ওরা অভিনেতাদের সঙ্গে দেখা করুক। আমি আলো আর শব্দের সঙ্কেত গুলোর ওপর চট্‌পট্‌ একটু চোখ্ বুলিয়ে নিই।"

দীপক আহ্লাদে বলে ওঠে, "বাঃ, কী মজা! আনুদি, আমাকে তুগলকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে?" ডিডো জিগগেস করে, "উনি কি আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবেন?"

"কেন দেবেন না? এসো," আনু বলে।

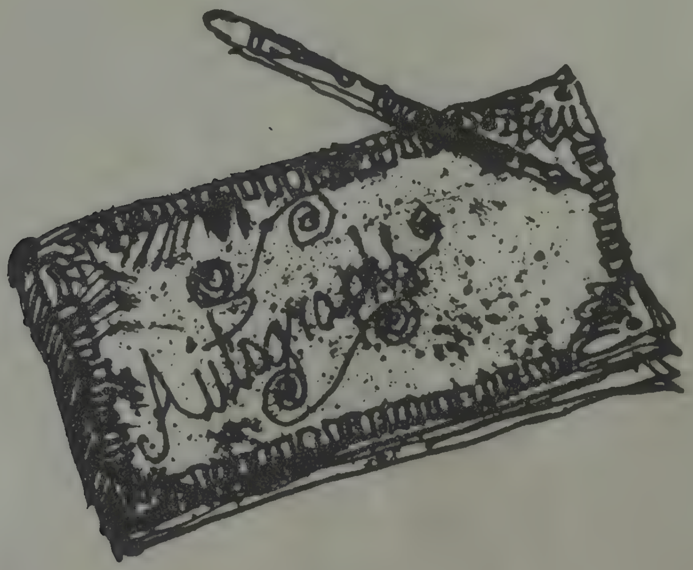

দৃশ্যের অন্তরালে

ওরা স্টেজ পেরিয়ে গ্রীনরুমের দিকে এগিয়ে যায়। নীল শাড়ি পরা প্রকাণ্ড চেহারার এক ভদ্রমহিলা হেসে ওদের অভ্যর্থনা জানান, "এসো আনু, তাহলে এরাই তোমার ভাইবোন?"

আনু জবাব দেয়, "সতীদি, শুধু দীপকই আমার ভাই; আর এরা দুজন ওর বন্ধু, পরভীন আর রফিক।"

"তোমরা কোকাকোলা খাবে?" ভদ্রমহিলা জিগগেস করলেন।

"হ্যাঁ।"

ঠিক সেই সময় ওরা কার যেন ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পায় এবং চোখ ফিরিয়ে দেখে, স্বয়ং সম্রাট মহম্মদ তুগলক ওদের সামনে হাজির।

মাথার পাগড়ি খুলতে খুলতে তিনি ভেতরে এলেন, বললেন, "দিদি, দয়া করে এক কাপ চা খাওয়াবেন?" তারপর আনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই যে।" তাঁর সোনালি আচকান খুলতে লাগলেন। আনু পরিচয় করিয়ে দেয়,—"আহ্‌মদ সাহেব, এই আমার ভাই দীপক, অভিনয় করার এর খুব সখ। আর এরা ওর বন্ধু পরভীন আর রফিক।" আহ্‌মদ সাহেব দীপক ও ডিডোর সঙ্গে হাত মেলালেন, আর পারোর মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিলেন। বললেন, "তাহলে দীপক, তুমি অভিনেতা হতে চাও?"

দীপক কুণ্ঠিতভাবে বলে, "চাই, যদি আপনার মত অভিনয় করতে পারি।"

আহ্‌মদ সাহেব মুখে কোল্ড্ ক্রিম মেখে শুকনো তুলো দিয়ে ঘষতে ঘষতে বললেন, "আমার তো মনে হয় তুমি আরও ভাল অভিনয় করবে।"

ওরা সাগ্রহে দেখল, তাঁর মুখ থেকে বয়সের রেখাগুলো কেমন আস্তে আস্তে উঠে গেল। তারপর একটু তেল দিতেই তাঁর পাকা দাড়ি হঠাৎ

কালো হয়ে গেল। পারো প্রশ্ন করে, "এবার বুঝি আপনি দাড়িও খুলে ফেলবেন?"

আহমদ সাহেব জবাব দেন, "না। ওটা আমার নিজের। তবে বারোনি এখনই ওর দাড়িটা খুলবে। লক্ষ্য করে দেখ।"

রাজু গ্রীনরুমে ঢুকছে। ও বারোনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। রাজু কেমন করে তার দাড়ি খুলছে পারো অত্যন্ত আগ্রহে তা দেখতে লাগলো। টুকরো টুকরো হয়ে দাড়িটা গাল থেকে উঠে এল। পারো জিগগেস করে, আবার আপনি এটা কী করে পরবেন?"

"কেন, মিস্টার দেশাই আছেন, আমাদের মেকআপম্যান, তিনি আবার একটা বানিয়ে দেবেন।"

এবার ডিডো জিগগেস করে, "আচ্ছা, আপনিও দাড়ি রাখেন না কেন?"

কারণ দ্বিতীয় নাটকে আমি একজন আধুনিক যুবকের চরিত্র অভিনয় করছি," রাজু বলে। মুখ থেকে মেক আপ তুলে ফেলার পর স্পষ্ট বোঝা গেল, রাজু সত্যি অল্পবয়স্ক যুবক; হয়তো আনুর চেয়ে অল্প বড়।

"আরে, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুড়ো মানুষ!" পারো খিল খিল করে হেসে ওঠে, এমন কী, আপনার খসখসে গলার আওয়াজ পর্যন্ত।"

রাজু বলে, "তুমি বুঝি ভেবেছিলে, আমি সত্যিই বুড়ো মানুষ? তবে হ্যাঁ, ঐ খসখসে গলার স্বর বার করা খুব সহজ কথা নয়! আর মুশকিল কি জান, ঐ গলাটা খুব জোরে বেরোতে চায় না। দীপক বলে, "তাই বুঝি মামা 'প্রজেক্ট' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন?"

"হুঁ।" তারপর রাজু জিগগেস করে, "আচ্ছা আনু, তুমি আমার গলা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, দ্বিতীয়বার বলার সময়।"

রাজু বলল, যুবকের ভূমিকার চেয়ে আমার বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করতেই বেশি ভাল লাগে। তাতে অনেক বেশি শক্তি পরীক্ষা হয়ে যায়।"

দীপক মনে মনে রাজুর মন্তব্য সমর্থন করে এবং ঠিক করে, সুযোগ পেলে সেও বৃদ্ধের চরিত্রে অভিনয় করবে।

এবার পারো এদিক-ওদিক চেয়ে জানতে চায়, "আচ্ছা, রানী কোথায়? রাণীকে দেখব না আমরা?"

আনু বলে, "খুব ক্লান্ত ছিলেন তাই উনি বোধহয় হস্টেলে ফিরে গেছেন।"

এমন সময় সতীদি ঘরে ঢুকলেন, "বাচ্চারা, তোমাদের কোকাকোলা এসে গেছে। রাজু, তোমার 'প্রপ' গুলো আমাকে দাও, নইলে হারিয়ে ফেলবে।"

"এই যে দিদি," রাজু তাঁর হাতে একটা বই, একটা টাকার থলে আর একটা ছড়ি এগিয়ে দেয়।

দরজার কাছে এসে প্রেমমামা জিগগেস করেন, "স্টেজের পেছনে উঁকি দিয়ে কেমন লাগল তোমাদের?"

"দারুণ।" দীপক বলে, "সেটগুলো সত্যি চমৎকার।"

"তবু তো আমরা নিজেদের সেট বম্বে থেকে আনতে পারি নি। এগুলো 'ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা' থেকে ধার নিয়েছি। ওঁরাও এই নাটক অভিনয় করিয়েছেন।" প্রেমমামা বললেন।

"আচ্ছা, সেখানে বুঝি অভিনয় শেখানো হয়?"

"হ্যাঁ।"

"কী চমৎকার! দীপক আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে। প্রেমমামা বলেন, "রাজু সবে বি.এ. পাশ করেছে, ওর ইচ্ছে আগামী বছর এই স্কুলে ভর্তি হবে।"

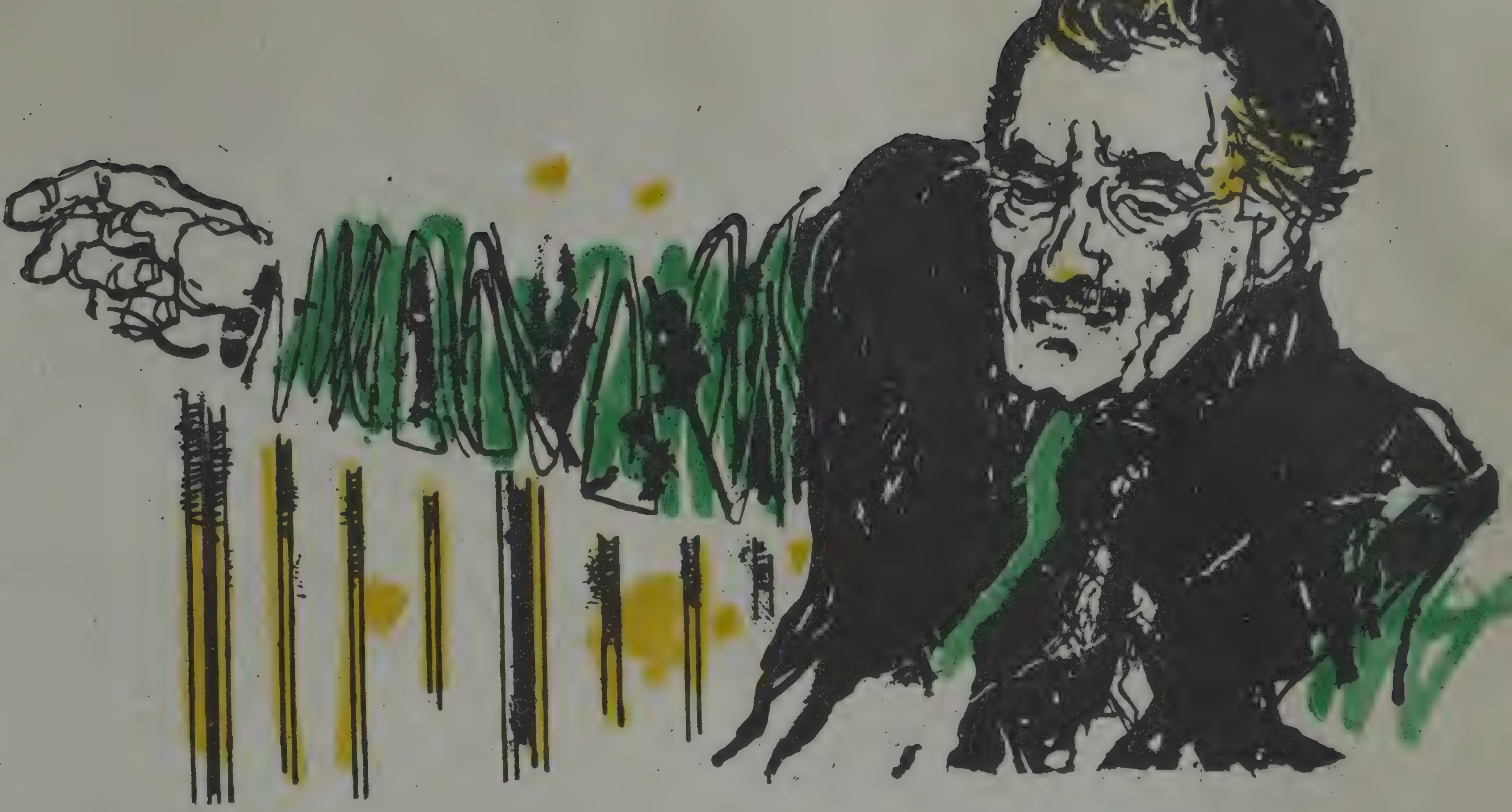

দীপক জিগগেস করে, "আহমদ সাহেব, আপনিও বুঝি ওই স্কুলে পড়েছেন?"

আহমদ সাহেব বলেন, "না ভাই, সে সৌভাগ্য হয়নি। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন অভিনয় শেখার কোন স্কুল ছিল না। আমি শৌখিন অভিনেতা। আসলে আমি কলেজে পড়াই এবং অবসর সময়ে হয় হিন্দ্ মঞ্চে অভিনয় করি, নয় তো আমার কলেজের ড্রামা ক্লাবের নাটক পরিচালনা করি। কিন্তু রাজু, তোমরা অনেক বেশি ভাগ্যবান। ইচ্ছে করলে পেশাদার অভিনেতা হতে পারবে।

প্রেমমামা প্রশ্ন করেন, "দীপক, তুমি কি স্কুলটা দেখতে চাও? সেট-গুলো ফেরৎ দিয়ে ওখানকার ডিরেক্টরকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য কাল আমাকে ওখানে যেতে হবে। রাজুও যাচ্ছে।"

"আমিও যাব মামা।" দীপক বলে। মামা বলেন, "বেশ। এবার আমাদের তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। দুপুরের খাওয়া সেরে তিনটের মধ্যে থিয়েটারে ফিরে আসা চাই। ভুললে চলবে না, সন্ধে সাড়ে ছ'টায় 'শো' আরম্ভ।"

অভিনয় শেখার স্কুল

তুগলক নাটক খুব ভাল হল। প্রত্যেকেই ক্ষমতাশালী অভিনেতাদের ও দলগত অভিনয়ের প্রশংসা করল। বিশেষত তুগলক, রাণীমা এবং বারোনির অভিনয়ের।

পরের দিন সকালে প্রেমমামার সঙ্গে দীপক আর ডিডো ট্রাকে চড়ে থিয়েটারে গিয়ে হাজির। সেখানে রাজু এবং মিস্টার কাটকার ছিলেন, তাঁরা সেটগুলো খুলে ট্রাকে তোলার ব্যবস্থা করলেন। সেই ট্রাকটা চলল ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার দিকে। চারিদিকে দেয়াল-ঘেরা খোলা জায়গা, মাঝখানে প্রকাণ্ড বাড়ি। ওরা আসতেই একজন ছিপছিপে সুশ্রী যুবক এগিয়ে এল।

"এস রাজু, আমাদের স্কুলে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি।" সে ডাকল।

"রমেশ, ডাকাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু," রাজু জবাব দেয়।

"মোটেই না। কাল সন্ধ্যেবেলা তোমার বারোনির অভিনয় দেখলাম। আমার ধারণা, তোমার এখানে ভর্তি হতে কোন অসুবিধেই হবে না। তোমার অভিনয়ের জন্যে অভিনন্দন জানাই।"

"ধন্যবাদ।" রাজু এবার সকলের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেয়।

রমেশ বলল, "চল, প্রথমে আমরা ওয়ার্কশপে যাই, সেটগুলো সেখানেই রাখতে হবে। রমেশ ওদের একটা বিরাট ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে একজন খুব শব্দ করে ইলেকট্রিক করাত চালাচ্ছিল। রমেশ খুব চেঁচিয়ে বলল, "এখানে আমরা সেট তৈরী করি।"

ওই ঘরটার এককোণে আর একজন চুপচাপ কাজ করছে দেখে ডিডো জিগগেস করে, "আচ্ছা রমেশ, ওখানে কি হচ্ছে ?"

"ওর নাম রাও। আমাদের এখানকার একজন ছাত্র। একটা নাটক করছি আমরা, তারই সেটের মডেল তৈরি করছে। চল, দেখি।"

মডেল দেখে ডিডোর রোমাঞ্চ হয়। খুব পাতলা কাঠ দিয়ে তৈরি ওগুলো। চেয়ার, বিছানা, টুল এমন কী দরজাগুলোও যেন মেপে বানানো। ঠিক পুতুলের বাড়ির একটা ঘরের মত।

"এখানে পারো থাকলে বেশ হত। এই ধরণের জিনিষ ওর খুব পছন্দ। আমি যদি মডেল তৈরি করতে পারতাম!"

রাজু বলে, "আমার ধারণা ছিল, তুমি অভিনেতা হতে চাও।"

ডিডো বলে, "দীপক চায়। আমার ইচ্ছে, বাবার মত আর্কিটেক্ট হবার।"

প্রেমমামা বললেন, "বেশ তো। আমাদেরও এমন একজন দরকার, যে নাটক বোঝে, অভিনয় বোঝে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্য সেট তৈরি করতে পারে।"

রমেশ বলল, "দীপককে কিন্তু কারখানায়ও কাজ করতে হবে। এখানকার সব ছাত্রকেই সেট তৈরি করতে শিখতে হয়। চল, আমরা এবার কয়েকটা ক্লাস ঘুরে দেখে আসি।"

আশ্চর্য, রমেশ ওদের প্রথম যে ক্লাসে নিয়ে গেল, সেখানে সব ছাত্ররা তখন মাথার ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে ওটা যোগব্যায়ামের ক্লাস, ওরা ঠিক সময়ে এসে পড়েছে। রমেশ বুঝিয়ে দেয়, যোগব্যায়াম করলে অভিনেতাদের শরীর ঠিক থাকে, পোশীগুলো ঠিকমত কাজ করে। তাছাড়া দমও বাড়ে। পাশের ঘরে ওরা ঘুঙুরের বাজনা আর ঢোলের শব্দ শুনতে পেল। নাচের ক্লাস। রমেশ বলল, "ওখানে লোকনৃত্য শেখানো হচ্ছে। নাচতে জানলে একজন অভিনেতার অঙ্গভঙ্গির সৌন্দর্য বাড়ে এবং ছন্দের শিক্ষা হয়। "তাছাড়া, লোকনাট্যে নাচ ছাড়া তো চলেই না।"

এর পরের ক্লাসে দুজন ছাত্র গানের চর্চা করছিল। রমেশ বলল, "আমাদের গানের ক্লাসও হয়। জান তো গান জানলে স্বরক্ষেপ পরিষ্কার হয়। চল, এবার আমরা আমাদের ছোট অভিনয়মঞ্চে যাই।"

মঞ্চটি সত্যি খুব ছোট্ট আর পরিচ্ছন্ন। ওরা আস্তে আস্তে গিয়ে ঢোকে,

তখন সেখানে অভিনয় শেখানো হচ্ছে। রমেশ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, "ছাত্ররা নাটক তৈরী করছে।

ডিডো জিগগেস করল, "সেটা আবার কী ?"

"অধ্যাপক ওদের একটা গল্প দিয়েছেন, সেই গল্পকে ওরা অভিনয়ে রূপান্তরিত করছে। এটা মূকাভিনয়। তার মানে, ওরা শুধু হাবভাব ও ভঙ্গির সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝাবে, কথা বলবে না।"

স্টেজের ওপর দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। ছেলে দুটি যুদ্ধ করছে এবং মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে ওদের ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। হঠাৎ ছেলেদের একজন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে না মেরে মেয়েটিকে প্রচণ্ড আঘাত করল। মেয়েটি পড়ে গেল। ছেলে দুটি লড়াই ভুলে মেয়েটির জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল। মেয়েটি কিন্তু পড়েই আছে, কোন সাড়াশব্দ নেই। এরপর ছেলে দুটি ঝগড়া ভুলে যায় এবং মেয়েটির পড়ে-থাকা শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাঁদে।

"ব্যাস্‌, এখানেই থামো।" একজন ভদ্রমহিলা প্রথম সারি থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন। ইনি একজন অধ্যাপিকা। এই দৃশ্যটা আরও কী কী ভাবে দেখানো যায় এসো, আমরা আলোচনা করি।

"চল, তোমাদের মুক্তাঙ্গন মঞ্চে নিয়ে যাই।" প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরোতে বেরোতে রমেশ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল। প্রেমমামা রমেশকে বললেন, "তুমি বরং ছেলেদের নিয়ে যাও। এই ফাঁকে আমি ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে নিই, পরে তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব।"

ছিমছাম মুক্তাঙ্গন থিয়েটারটি দেখে ওরা খুশি। রমেশ গর্ব করে বলল, ছাত্রদের সাহায্যেই এটা তৈরি করা হয়েছে।

"তোমাদের আর কী কী শিখতে হয় ?" রাজু জিগগেস করল।

"তোমারা সংগীত, নৃত্য, অভিনয় ও যোগের ক্লাস দেখলে ; এছাড়া রূপসজ্জা, দৃশ্য-পরিকল্পনা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাটক বিষয়েও আমাদের পড়াশুনা করতে হয়। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক এবং আধুনিক ভারতীয় নাটক দুটোই আমাদের করতে হয়।"

"সংস্কৃতে করতে হয় ?" এত সব শুনে দীপক রীতিমত ভয় পেয়ে যায়।

"না না, হিন্দিতে," রমেশ হেসে বলল "আমরা যেসব পাশ্চাত্য নাটক

করি সেগুলিও হিন্দিতে অনুবাদ করা।" তারপর রাজুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি নাট্য প্রযোজনার কোর্সটা পড়ছি। তুমি কি অভিনয়টাই বিশেষভাবে শিখতে চাও?"

"হ্যাঁ, আদৌ যদি ভর্তি হতে পারি," রাজু হেসে বলল।

ডিডো বলে, "আমি ভেবেছিলাম, এটা অভিনয় শেখারই স্কুল।"

"না। এটা এমন একটা স্কুল যেখানে নাট্যকলা সম্পর্কে সব কিছুই শেখানো হয়। তুমি অভিনেতাও হতে পার কিংবা প্রযোজক অথবা কলা-কুশলী।"

দীপক বলল, "আমি অভিনেতা হতে চাই। প্রেমমামা তো কথা দিয়েছেন, তাঁর যাবার আগে তিনি আমাদের প্রথম নাটকটা করতে সাহায্য করবেন।"

"সেটা কবে হচ্ছে আমাকে জানিয়ো, আমি দেখতে চাই," রমেশ বলল।

"কথা দিচ্ছি!" দীপক হেসে ফেলল। এমন সময়ে প্রেমমামাও এসে গেলেন।

প্রস্তুতি

আনু বাগানে বসে একটা বই পড়তে পড়তে তার লম্বা কোঁকড়ানো চুলগুলি শুকিয়ে নিচ্ছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় হিন্দ্‌মঞ্চের দ্বিতীয় নাটকটা হয়ে গিয়েছে, যাতে ওরও একটা পার্ট ছিল। ওর একটু ক্লান্ত লাগছিল। যাই হোক, অভিনয়ের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে হয়ে গিয়েছে। নাটকটা সকলেরই পছন্দ হয়েছে কারণ এতে ছিল আজকের দিনের যুব সমস্যার পর্যালোচনা।

টুপ্পো উপুড় হয়ে শুয়ে শূন্যে পা নাচাচ্ছিল, ড্রইং খাতায় রঙ লাগাতে ব্যস্ত।

হঠাৎ ডিডো এবং দীপক ছুটে ভেতরে এল। দীপক রুদ্ধশ্বাসে আনুকে বলল, "আনুদি, জান, প্রেমমামা আমাদের একটা নাটক করতে বলছেন। আর যা লাগবে উনি সাহায্য করবেন বলছেন আর—আমার বন্ধুরা অনেকে অভিনয় করবে আর—তুমি যদি পরিচালক হও, কেন না মামার মতে, তুমি আমাদের ভাল করে শেখাতে পারবে আর—আমরা ছোটরাই যখন নাটকটা করছি......"

"দীপক আস্তে। তুমি আমার কানের তালা ফাটিয়ে দেবে—" আনু দীপকের কথার তোড় থামিয়ে দেয়। মুখে কপট গাম্ভীর্য ফুটিয়ে সে বলে, "এমন হুড়মুড় করে কথা বললে কি আর অভিনেতা হওয়া যায়?"

"কিন্তু বলো আনুদি, তুমি করবে?"

"কী?"

"আমাদের নাটকের পরিচালনা?"

"কী নাটক?"

"এই যে তোমাকে বললাম" দীপক প্রায় কেঁদে ফেলে।

এতক্ষণ পরে ডিডো মুখ খোলে, "দীপক, আমাকে বলতে দে, তুই এত

উত্তেজিত হয়ে পড়েছিস যে ঠিকমত বোঝাতেই পারছিস না। জানো আন্নুদি, অমর সিং রাঠোড়কে নিয়ে দীপক একটা নাটক করতে চাইছিল। কিন্তু তেমন কোন বই তো আমাদের কাছে নেই, তাই প্রেমমামা আমাদের জন্য একটা নাটক বেছে দিয়েছেন। পঞ্চতন্ত্রের একটা গল্প নিয়ে এই নাটক, নাম "সেই অকৃতজ্ঞ লোক।"

"ও, সেটা তো আমি পড়েছি। ঠিক আছে, আমি নিশ্চয় করব।" আন্নু উৎসাহ নিয়ে বলে।

"আমিও-ও," টুপ্পো তার রঙিন পেনসিলগুলি চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলে ওঠে।

"নিশ্চয়ই, তুমিও।" আন্নু আশ্বাস দেয়। "কিন্তু দীপক, অতগুলি পার্ট করবার মত বন্ধুবান্ধব আছে তো তোমার? এখন তো পুজোর ছুটি, তোমার ক্লাসের বন্ধুরা বাইরে চলে যায় নি তো?"

"ওরা অনেকেই এখানে আছে, আন্নুদি। আজ সারা সকাল ডিডো আর আমি বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়িয়েছি। বিকেল চারটের সময় ওরা সবাই এখানে আসবে। মামা বললেন, হিন্দ্‌মঞ্চ দলের সবাই আজ রাত্রে ফিরে যাবে। কিন্তু মামা আর তুমি তো ছুটির বাকি কটা দিন এখানেই থাকছ। এই পনেরো দিনে আমরা নাটকটা দাঁড় করিয়ে দেব।"

আন্নু আম্‌তা আম্‌তা করে, "নাটকটা কিন্তু বেশ বড়। আমাদের একটু কাটছাঁট করতে হতে পারে। এই তো, বাবা এসে গেছেন।"

প্রেমমামার হাতে নাটকের একটা বই। কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রথমেই ওরা প্রত্যেক চরিত্রের পার্ট আলাদা করে লিখে ফেলল। মামা আর আন্নুদি কতকগুলো জায়গা কেটে বাদ দিলেন যাতে ছোটদের পক্ষে অল্প দিনের মধ্যে পার্ট মুখস্থ করতে সুবিধে হয়। আন্নু এবার প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, নাটকটা কোথায় করা হবে?"

মামা বললেন, "কোন একটা বাগানে খোলা মঞ্চে করা যায়। মিস্টার আনোয়ারের কাছে প্রস্তাব করেছিলাম। তিনি বললেন, তাঁর এক বন্ধুর বাড়ির সামনে বিরাট বাগান আছে। এখান থেকে খুব দূরে নয়।"

"ও, তাহলে সেটা মিস্টার কাপুরের।" ডিডো বলে উঠে, "সত্যি আন্নুদি,

বাগানটা বিরাট। আর লনের দিকে বাড়ানো চত্বর আছে। ওই চত্বরের ওপরে আমরা অভিনয় করতে পারি, দর্শকরা লনে বসে দেখবে।"

"আশা করি, চত্বরটা খুব উঁচু নয়?" আন্নু জিগগেস করে।

"না না। মাত্র দু' সিঁড়ি উঁচু।"

"শুনে তো মনে হচ্ছে, চলবে। কিন্তু আলোর কী ব্যবস্থা, বাবা?" আন্নু বলে।

"মনে হয় না, খুব বেশি আলোর দরকার হবে। দুটো স্পট লাইট হলেই যথেষ্ট। আমরা সন্ধে নাগাদই নাটকটা করে ফেলব। থিয়েটারের একজনকে বলব, আলো দুটো ভাড়া করে আনবে। আর দীপক, আমি ভাবছি, আমি বরং স্টেজ-ম্যানেজারের দায়িত্বটা নিই আর ডিডো হবে আমার সহকারী।"

"ঠিক আছে," ছেলেরা একসঙ্গে জবাব দেয়। আন্নু পরামর্শ দেয়, "আমার কিন্তু মনে হয় বাবা, প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব বড়রা একজন করে নিক এবং ছোটরা তাদের সহকারী হোক। ডিডো, তোমার মা আমাদের সাহায্য করতে রাজি হবেন তো?"

"এইমাত্র আমি পারোকে পাঠিয়েছি। মা পোষাকের দিকটার ভার নেবেন কিনা ও জিগগেস করতে গেছে। শেলাইয়ে মার চমৎকার হাত। পারো আর আমি সব সময় 'ফান্সি ড্রেসে' পুরস্কার পাই। সেই পোশাক মা নিজেই তৈরী করেন। ছাঁটকাট আর সেলাই মা নিজে করেন, পারো তাঁকে সাহায্য করে।"

"আমিও-ও," টুপ্পো চেঁচিয়ে ওঠে।

ডিডো বলে, "হ্যাঁ, টুপ্পো সব ভণ্ডুল করে দিতে সাহায্য করে। শুনে হেসে ওঠে সবাই।

বিকেল চারটে নাগাদ ছেলেমেয়েরা দীপকদের বাড়িতে আসতে শুরু করল। সওয়া চারটে নাগাদ এত জন এসে পড়ল যে তাদের বসতে দেবার জন্য আন্নু ভেতর থেকে একটা শতরঞ্চি নিয়ে এল।

সত্যিকার পরিচালকের মত আন্নু গম্ভীরভাবে বলতে শুরু করে, "দেখ, প্রথমই আমি যেটা তোমাদের বলতে চাই তা হল, তোমরা ঠিক সময়ে রিহার্সালে আসবে। খুব বেশি সময় আমাদের হাতে নেই, নষ্ট করার সময়

তো নেই-ই। রিহার্সাল যদি চারটেয় ঠিক হয় তাহলে তোমরা চারটে বাজতে দশে আসবে, চারটে বেজে দশ মিনিটে নয়।"

ছেলেমেয়েরা যারা আসতে দেরি করেছিল, তারা অপরাধীর মত হাসে।

"তাছাড়া," আন্নু বলে যায়, "তোমরা কে কী পার্ট করছ তা নিয়ে ঝামেলা করবে না। প্রত্যেক পার্টই সমান জরুরী। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। যাদের ছোট পার্ট, তাদের মুখস্থ করার কষ্টও কম।"

শুনে হেসে ওঠে সবাই।

আর তৃতীয় কথা হল, নিজের নিজের পার্ট তোমরা খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে ফেলবে। এখন স্কুলের পড়া নেই, হাতে তোমাদের প্রচুর সময়। কাউকে ধরে তোমাদের পার্ট শোনাবে এবং 'কিউ' দিয়ে দিতে বলবে।"

মোটাসোটা একটি ছেলে একপাশে বসে লজেন্স খাচ্ছিল। সে বলে ওঠে "'কিউ' দেওয়া মানে কী?"

"মানে, তোমার কথা শুরু হবার আগে যে কথা শেষ হচ্ছে, সেটা ধরিয়ে দেওয়া। এর প্রয়োজন আছে। তা না হলে কখন তোমার কথা শুরু তুমি বুঝতে পারবে না। এভাবে দেখবে অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের সকলের পার্টই জানা হয়ে যাবে। সুতরাং ফুর্তি করে লেগে যাও, মুখ ভার করে থেকো না।"

একটু একটু পরীক্ষা নিয়ে আন্নু সবাইকে পার্ট ভাগ করে দিল। দীপক পেল সেই অকৃতজ্ঞ লোকটির ভূমিকা। ডিডো ব্রাহ্মণ। পারো রাজকুমারী। প্রথমে পারো রাজকুমারীর পার্ট নিতে লজ্জা পাচ্ছিল, কিন্তু ডিডো তাকে বলল, "দেখ, তুই নাটক করতে চেয়েছিলি। এখন আর ঝামেলা বাধাস না।

টুপ্লোকে একটা ছোট পার্ট দেওয়া হল। বাঁদরের পার্ট। অবশ্য অন্যদের অভিনয়ের সময়ে বার বার স্টেজে ঢুকে-পড়া থেকে তাকে থামানো যাচ্ছিল না। দীপকের বাড়ীতে রিহার্সাল হচ্ছে। ওদের বসবার ঘরটা একটু ছোট। ওর মা বেশির ভাগ আসবাবপত্র বার করে দিয়েছেন। এখন ঘরের অর্ধেকটা স্টেজ হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় দিন রিহার্সালের সময় মিসেস আনোয়ার কয়েকটা কাগজ এনে

আন্নুকে দেখালেন। আন্নু উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "বাবা, এদিকে এসে দেখ। সত্যি মিসেস আনোয়ার, আপনি একজন সত্যিকার শিল্পী। কী সুন্দর ডিজাইন করেছেন! দেখ বাবা, কী চমৎকার!"

প্রত্যেকেই দেখে অবাক হয়ে গেল, শুধু ওঁর ছেলেমেয়েরা ছাড়া। প্রত্যেক কাগজে একটি করে চরিত্রের চেহারা আর তার পোশাকের নমুনা। পোশাকগুলি রঙিন এবং কাগজের একপাশে এক টুকরো কাপড় আঁটা। কীরকম কাপড় দিয়ে পোশাকটা তৈরী হবে এতে তা বোঝা যাবে। সবাই যাতে সেগুলো দেখতে পায় সেইজন্য প্রেমমামা কাগজের টুকরোগুলো টেবিলের ওপর রাখলেন। মিসেস আনোয়ারকে তিনি বলেন, "আপনার কিন্তু পেশাদার ডিজাইনার হওয়া উচিত ছিল। আমাদের পরের নাটকে আপনি পোষাক তৈরীর ভার নিন না!"

"আপনি আর জ্বালাবেন না," মিসেস আনোয়ার হেসে বলেন, আন্নু, আমি প্রত্যেকের মাপ নিয়ে নিতে চাই। কারণ কাপড় কিনে নিয়ে কাল থেকেই কাজ আরম্ভ করব।"

আন্নু জিগগেস করে, "আপনাকে সাহায্য করার কেউ আছে তো?"

"আছে বই কী। দীপকের মা আছেন, তাছাড়া আরও দুএকজন মহিলা সকালের দিকে আমাকে সাহায্য করবেন। আমরা দুটো শেলাই-কল পাচ্ছি।"

দীপকের স্কুলে যিনি গান শেখান, তিনি একদিন রিহার্সাল দেখতে এলেন। মুগ্ধ হয়ে তিনি গানবাজনার ভার নিলেন। খুদে অভিনেতাদের মধ্যে কয়েকজন এমন লাজুক যে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের বদলাতে হল।

দীপকের আর ডিডোর বাড়ি দুটো কয়েকদিন এত জমজমাট হয়ে রইল, যেন মৌমাছির চাক। দীপকের সব শক্তি ও সময় নাটকের পেছনেই খরচ হচ্ছে কিন্তু তাতে কতনা মজা! কত যে কাজ করার আছে অথচ একটা মিনিটও একঘেয়ে লাগে না। অবশ্য মাঝে মাঝে যে মন খারাপ হয় না তা নয়। যেমন, পার্ট ভুলে যাওয়ার জন্য যখন আন্নুর বকুনি খায় অথবা

যখন দেখে ওর পাঞ্জাবি মাপে ছোট হয়ে গেছে। অবশ্য তাতে পা
বেশি মন খারাপ কারণ মা ওকে শেলাই খোলার কাজ দিয়েছেন,
ভাঁজ ভেঙে জামা বড় করা যায়। কিন্তু এগুলো সব ছোটখাট স
দীপকের মনে হচ্ছিল, এত আনন্দের দিন ওর জীবনে আর কখনও
নি।

সেই আশ্চর্য দিন

নাটকের দিন সকালে ডিডো ও দীপক প্রেমমামার সঙ্গে মিস্টার কাপুরের বাড়ি গেল। বাগানের চত্বরটি চমৎকার, ফুলের টব দিয়ে ঘেরা। কয়েকটা পাতা এদিক-ওদিক ছড়ানো।

"চলো, আগে আমরা স্টেজের জায়গাটা পরিষ্কার করি। তারপর সামনের দিকের টবগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। না হলে দর্শকদের দেখতে অসুবিধে হবে।"

দীপক জিগগেস করে, "মালী কোথায়?"

"মালীকে কী জন্যে দরকার, বলো তো?"

"চত্বরটা সাফ করে দেবে।"

প্রেমমামা বললেন, "ওটা আমরা নিজেরাই করে নিতে পারি।" কোণ থেকে একটা ঝাঁটা তুলে নিয়ে এসে বললেন "জানো দীপক, থিয়েটারে আমরা কোনো কাজের জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী হই না, নিজেরাই করে নিই।"

দীপক অপ্রস্তুত হয়ে বলে, "এসব কাজ আমি করব না, তা বলি নি।"

"যাও, তুমি আর ডিডো ফুলের টবগুলো সরিয়ে ফেল। সামনের দিকটা খালি করে পেছন দিকে সাজিয়ে রাখ।"

মামার সঙ্গে ছেলেরা হাত মিলিয়ে চটপট্ চত্বরটা পরিষ্কার করে ফেলল। তারপরেই আন্নুর সঙ্গে দীপকের মা এলেন 'সেট' এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম নিয়ে।

প্রেমমামার বন্ধুটি নিয়ে এলেন স্পট লাইট এবং আবহসংগীতের জন্য টেপরেকর্ডার। ডিডো লাইট সাজাতে সাহায্য করতে লাগল। সব

ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর ওরা যে যার বাড়ি গিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিল। এদিকে মিসেস আনোয়ার পারোকে সঙ্গে নিয়ে পোশাকগুলি ইস্ত্রি করে ফেললেন এবং মেক-আপের জিনিষপত্র গুছিয়ে নিলেন। বিকেল চারটের সময় কাপুরের বাড়িতে ছেলেদের একত্র হওয়ার কথা। অভিনয় শুরু হবে সন্ধে ছ'টায়। দীপক বলে, "আনুদি, ডিডোর সঙ্গে আমার সেই দৃশ্যটা একবার ঝালিয়ে নাও না। সেইটা যেখানে আমি কথাগুলো প্রায়ই গুলিয়ে ফেলি।"

"দীপক, আর এ নিয়ে ভেবো না। এখন মাথা ঠাণ্ডা করে থাক। তোমার পার্ট ভালই তৈরী হয়েছে। বার বার করলে নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে।"

"প্লীজ..." দীপক মিনতি করে।

"ঠিক আছে। কিন্তু শুধু একবার।" আনু হেসে বলে, "ডিডো চলে এস।"

দৃশ্যটা আর একবার করা হল। দীপক ওটা আবার করতে চাইছিল কিন্তু আনু ওকে নিরস্ত করে। অভিনয়ের আগে ক্লান্ত হওয়া একদম উচিত নয়।

দীপক চুপচাপ চেয়ারে বসে পড়ে। মাথায় লাইনগুলো গুন্‌গুন্ করছে। ওর মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে যাবতীয় কথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে এবং ও স্টেজে নামলেই সব ভুলে যাবে। সব অভিনেতাদেরই এরকম হয় কিনা বুঝতে পারছে না।

ডিডো একপাশে মেকানো সেট দিয়ে একটা মডেল তৈরি করছিল। দীপক ওকে ডেকে বলল, "এই তোর পার্ট মুখস্থ হয়েছে? আমার কিন্তু সব গুলিয়ে যাচ্ছে।"

"আমি লাইনগুলো অন্তত লক্ষবার আবৃত্তি করেছি। বলিস তো, উল্টোদিক থেকে মুখস্থ বলে দিতে পারি, দেখবি!"

"না না, আর দরকার নেই। আমারটা তাহলে আরও গোলমাল হয়ে যাবে।"

অবশেষে পাঁচটা বাজল। সবাই মিস্টার কাপুরের বাগানে যাবার জন্য

প্রস্তুত। চত্বরের লাগোয়া একটা ঘর। সেখানে মিসেস আনোয়ার, আন্নু ও অন্য দুটি মেয়ের সঙ্গে মিলে অভিনেতাদের পোশাক পরিয়ে দিলেন, হালকা মেক-আপ লাগিয়ে দিলেন।

ছটা বাজতে কুড়ি মিনিট। পোশাক পরে দীপক যখন প্রস্তুত, এমন সময় সে বলে উঠল, "আরে, ডিডো কোথায়?"

প্রেমমামা বললেন, "এখনও ফেরে নি? ও একটা পরচুলা আনতে গেছে।"

সকলে উদ্বিগ্ন, রফিককে বাদ দিয়ে কী করে নাটক শুরু হবে? পারো তো প্রায় কেঁদেই ফেলে। আন্নু নিজেও কম উদ্বিগ্ন ছিল না, তবু পারোকে বকুনি দেয়, "এখন একদম কাঁদবি না। সব মেক-আপ নষ্ট হয়ে যাবে।"

এমন সময় দীপক চিৎকার করে ওঠে, "ওই যে, এসে গেছে।"

একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল, কোচোয়ানকে পাশে বসিয়ে ডিডো নিজে চালিয়ে এসেছে। লাফিয়ে নামল সে। "সাইকেলটা পাংচার হয়ে গেল, কী করব? একটা ট্যাক্সি পর্যন্ত নেই!" হাঁফাতে হাঁফাতে বলল সে, "ভাগ্যিস একটা ঘোড়ার গাড়ি আসছিল ওদিক দিয়ে, ধরে ফেললাম। ওরে বাপস্, কী ঘোড়া, যেন পক্ষীরাজ!"

আন্নু ঝেঁজে ওঠে, "আর ঘোড়ার ব্যাখ্যা করতে হবে না। যাও, পোশাক পরে নাও। একটা সুবিধে, তোমার বেশি মেক-আপের দরকার নেই।"

দীপক নিশ্চিন্ত হয়। এখন ছটা বাজতে দশ। মন ওর শান্ত হয়ে গেছে। সমস্ত উত্তেজনা কেটে গেছে।

বাগানে লোক গিজগিজ করছে। প্রেমমামা নিচু গলায় বললেন, "প্রথম যারা ঢুকবে, তারা নিজেদের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও। আমি দুবার ঘণ্টা বাজাব। প্রথমবার ছটা বাজতে পাঁচে, দর্শকদের জানান দেবার জন্য। দ্বিতীয়বার ঠিক ছটায়, যখন নাটক আরম্ভ হবে। গুড লাক।"

"ধন্যবাদ মামা," ছেলেরা একসঙ্গে বলে ওঠে এবং যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজে। বিশেষ মুহূর্তটি এসে পড়ে। নাটক শুরু হয়।

গল্পটা এই রকম। এক ছিল ব্রাহ্মণ, খুব সৎ এবং গরীব। তার বউ সব সময় তাকে অনটন নিয়ে খোঁটা দিত। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে! যেতে যেতে একটা গভীর বনে পৌছয়। শুনতে পায়, কে যেন "বাঁচাও, বাঁচাও" বলে চিৎকার করছে। কাছে গিয়ে দেখে, একটা বাঁদর, একটা বাঘ, একটা সাপ আর একজন মানুষ কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে। ভালমানুষ ব্রাহ্মণ এক এক করে বাঁদর, বাঘ আর সাপটিকে তুলে আনে। প্রাণে বেঁচে গিয়ে ওরা ব্রাহ্মণকে আশীর্বাদ করে এবং প্রয়োজনে ওকে ওরা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই সঙ্গে সাবধান করে দেয়, ও যেন মানুষটিকে না বাঁচায়। কারণ সে দুষ্ট লোক। কিন্তু ব্রাহ্মণ ওদের কথা না শুনে লোকটিকেও তুলে আনে কুয়ো থেকে। লোকটি বলে, সে একজন স্বর্ণকার, কাশীতে থাকে। সেও প্রতিজ্ঞা করে, যেমন করে হোক ব্রাহ্মণের ঋণ সে শোধ করবে।

ব্রাহ্মণ একবার বিপদে পড়লে বাঁদর ওকে উদ্ধার করে। আর একবার সেই কৃতজ্ঞ বাঘ ব্রাহ্মণকে একটা সোনার হার উপহার দিল; সেটা ছিল একটা মরা মানুষের গলার।

সেই হার নিয়ে ব্রাহ্মণ কাশীতে স্বর্ণকারের কাছে যায়। হারটা দিয়ে বলে "এটা বিক্রি করে দাও।' বাঘ ব্রাহ্মণকে হারটা দিয়েছে অকৃতজ্ঞ

স্বর্ণকার কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করল না। ও চিনতে পারল হারটা আসলে রাজপুত্রের। গভীর বনে সে নিহত হয়েছিল। স্বর্ণকার রাজার কাছে নালিশ করে দেওয়ায় রাজপুত্রের হত্যাকারী বলে ব্রাহ্মণের কারাবাস হয়।

এমন সময় সেই সাপ এসে হাজির। সে ব্রাহ্মণকে বলে, 'আমি চুপি চুপি গিয়ে রাজকন্যাকে কামড়াব। সে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। কেউ ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারবে না।' তারপর সে চুপি চুপি শিখিয়ে দেয় কী ভাবে রাজকন্যা আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।

সাপ যেমন বলেছিল, ঠিক তেমনই ঘটল। সাপে কামড়াবার সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। কেউ ওকে জাগাতে পারে না। এমন সময় ব্রাহ্মণ এসে হাজির হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারী চোখ মেলে তাকায়, উঠে বসে। ব্রাহ্মণ রাজাকে বলে, সে হত্যাকারী নয়, অকৃতজ্ঞ স্বর্ণকার ওর বিরুদ্ধে মিথ্যে নালিশ করেছিল। বাঁদর, বাঘ ও সাপ ওর পক্ষ সমর্থন করে। রাজা স্বর্ণকারের ওপরে চটে আগুন। তিনি ওঁর ফাঁসির হুকুম দিচ্ছিলেন, কিন্তু দয়ালু ব্রাহ্মণই ওর প্রাণ ভিক্ষা চায়। শেষ

পর্যন্ত তার প্রাণ রক্ষা হলেও রাজ্য থেকে তাকে নির্বাসিত করা হয়। প্রচুর উপহার নিয়ে ব্রাহ্মণ মনের আনন্দে বাড়ি ফেরে ওর স্ত্রীর কাছে। সঙ্গে ওর বন্ধুরা অর্থাৎ সেই বাঁদর, বাঘ আর সাপ।

আস্তে আস্তে স্টেজে আলো কমে অন্ধকার হয়ে গেল। দর্শকরা সব হাততালি দিয়ে উঠল। পরিচালক আনু এবং তার পেছনে অভিনেতারা সবাই চত্বরের সামনে সার বেঁধে দাঁড়াল, মাঝখানে দীপক। আলো জ্বলে উঠলো। আবার দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠলো, মাথা নোয়াল শিল্পীরা।

"আমিও—ও," কার গলা শোনা গেল, সবাই দেখল টুপ্পো ছুটে এগিয়ে এসেছে আর নিজেই হাততালি দিচ্ছে। সবাই হেসে উঠলো। নাটক শেষ। দর্শকরা আর অভিনেতারা মিলেমিশে যায়, আনন্দে গল্প করতে থাকে।

মিসেস কাপুর ট্রে-বোঝাই খাবার নিয়ে হাজির হলেন, বললেন, "কোকাকোলা আর মিষ্টি সকলের জন্যে।" "কী মজা," বাচ্চারা সবাই ওঁকে ঘিরে ফেলল।

সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে দীপক, ওর মা, আনু আর প্রেমমামার মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। টুপ্পো বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আনু আর প্রেমমামা পরের দিন বোম্বাই ফিরে যাবেন। দীপক জিগগেস করে, ''মামা, আমি অভিনেতা হতে পারব তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করো?''

''তোমার অভিনয়ের ক্ষমতা আছে, তবে এখন তোমার বয়স কম। এ সিদ্ধান্ত নেবার সময় এখনও আসে নি। স্কুল ছাড়ার আগে কিংবা কলেজে পড়বার সময়ও তোমার মত বদলে যেতে পারে।''

মিসেস দাস প্রেমমামাকে বলেন, "এটা কি ঠিক হবে বলে তোমার মনে হয়?''

"না হবার কোন কারণ নেই। অভিনেতাদের সামনে এখন অনেক সুযোগ খুলে যাচ্ছে। রেডিয়ো, টেলিভিশন রয়েছে, ক্রমশ বড় বড় শহরে পেশাদার অভিনয় দলের অনুষ্ঠান বাড়ছে।''

আনু জিগগেস করে, ''আচ্ছা, বল তো দীপক, তোমার প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে কী শিখলে?''

দীপক জবাব দেয় "অভিনয় করা যতটা কঠিন ভেবেছিলাম, এখন বুঝতে পেরেছি অভিনয় তার চাইতেও কঠিন। যথেষ্ট পরিশ্রমের ব্যাপার। তাছাড়া স্কুল অব ড্রামাতে গিয়ে দেখলাম, ওরা নানা দেশের নাটক নিয়ে পড়াশোনা করে। ওরা যোগব্যায়াম করে, গান শেখে, নাচ শেখে। সেট এবং পোশাক ডিজাইন করাও শিখতে হয়। আসলে, অভিনেতা হতে গেলে থিয়েটারের সব কিছু জানতে হয়।"

প্রেমমামা বললেন, "ঠিক বলেছে। এভাবেই শেখা উচিত। তাহলে অন্যের কী কাজ ও সমস্যা প্রত্যেকে বুঝতে পারে। জানো, থিয়েটারের দল হল……"

আনু ও দীপক কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বলে ওঠে "একটা টীম।"

প্রেমমামা হেসে বললেন, "ঠিক তাই। নাট্যকলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে এখানে সবাইকে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হয়। এ ছাড়া দেশে কোন উল্লেখযোগ্য নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়।"

দীপকের মা বললেন, "দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। কাল তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, ঠিক সময়ে স্টেশনে যেতে হবে। এখন সবাই শুয়ে পড়। দীপক, সামনের আলোগুলো নিবিয়ে দাও।"

দীপক উঠে দাঁড়ায়, মায়ের নির্দেশমত কাজ করে। মুখে কপট দুঃখ ফুটিয়ে বলে, "আবার সেই স্কুলের রুটিনে ফিরে যাওয়া।"

প্রেমমামা আশ্বাস দেন, "সব ভাল জিনিষই শেষ হয়ে যায়, এমন কী ছুটিও। তবে এখন আমাদের মধ্যে আছে ভারতের ভাবী অভিনেতা,' শ্রী দীপক দাস।

এবং এই মধুর চিন্তা নিয়ে ওরা সবাই ঘুমোতে যায়।

Printed at Jupiter Offset Works, Delhi-110032

Shikshamitra
EDUCATION RESOURCE CENTRE
62B, Alipore Road, Kolkata -700027
Ph: 2479 9271

RETURN DATE SLIP

DUE DATE	DUE DATE	DUE DATE

एकः सूते सकलम्

11.00 টাকা

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া